NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ কাশ্মীরে গুলির লড়াইয়ে খতম এক জঙ্গি

আমেরিকার রাস্তায় গুলি করে হত্যা হরিয়ানার যুবককে ৭

কলকাতা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২৩ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৯১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.09.2025, Vol.19, Issue No. 91, 8 Pages, Price 3.00

যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে

ছাত্র-যুব বিক্ষোভে রণক্ষেত্র, নিহত ২২

কাঠমাণ্ডু, ৮ সেপ্টেম্বর: ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভে উত্তাল নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। পুলিশের গুলিতে এখনও পর্যন্ত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে নেপালের সংবাদমাধ্যম 'কাঠমাণ্ডু পোস্ট'। আহত অন্তত ২০০। সোমবার সকালে কাঠমাণ্ডুর বাণেশ্বর এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। সম্প্রতি সে দেশের সরকার ফেসবুক, হোয়াট্সঅ্যাপ, এক্স-সহ ২৬টি সমাজমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই সকাল থেকে শুরু হয় প্রতিবাদ। বেলা গড়াতেই পরিস্থিতি স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে যায়। ছাত্র-যুবদের একাংশ ব্যারিকেড ভেঙে নেপালের পার্লামেন্ট ভবনে ঢুকে পড়েন। প্রতিবাদীদের ছত্রভঙ্গ করতে শূন্যে গুলি ছোড়ে পুলিশ। ছোড়া হয় রবার বুলেটও। কাঠমাণ্ডুর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে কার্ফু জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয়েছে সেনা।

সূত্রের খবর, বিরোধীদের ক্রমাগত চাপে আন্দোলন থামাতে নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলি দিয়েছেন ওলি। ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক পদত্যাগ করেছেন। অন্য একটি সূত্রে বলা হচ্ছে, হিংসাত্মক বিক্ষোভে প্রাণহানীর পর নিজেই পদত্যাগ করতে চান লেখক।

এবার কি পালা নেপালের?

নেপালের কেপি শর্মা ওলি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ ছিলই। সম্প্রতি সেদেশে ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স-সহ প্রায় সব ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় আগুনে ঘি পড়েছে। ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছে সেদেশের তরুণ প্রজন্ম। রাস্তায় নেমে কেপি শর্মা ওলি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখাচ্ছে তাঁরা। এমনকী একদল উত্তেজিত জনতা সংসদ ভবনের ভিতরে ঢুকে পড়ে। বিক্ষোভকারীদের হটাতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।

গত ৪ সেপ্টেম্বর নেপালে নিষিদ্ধ হয় ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স-সহ প্রায় সব ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া। সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নেপাল প্রশাসনের সঙ্গে সরকারি ভাবে নথিবদ্ধ হয়নি। সাতদিনের ডেডলাইন দিলেও তা মেনে চলেনি ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের একটিও। তাই এই কড়া সিদ্ধান্ত নেয় কাঠমাণ্ডু সরকার। এমন সিদ্ধান্তেই বেজায় ক্ষেপেছে নেপালের 'জেন জি'। সোমবার হাজার হাজার প্রতিবাদী কাঠমাণ্ডুর রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ দেখায়। সংসদ ভবন-সহ বহু প্রশাসনিক এলাকায়, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ, সেখানেও ঢুকে পড়েন প্রতিবাদী তরুণ তুর্কিরা। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে তাঁরা। এরপরেই পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। শেষ পর্যন্ত আন্দোলন রুখতে রাজধানী শহরে কার্ফু জারি করে প্রশাসন, নামানো হয় সেনা। জলকামান ব্যবহার করা হয় বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গুলিতে ২২ বিক্ষোভকারীরর মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক।

যদিও বিরোধী দলগুলির দাবি, এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে অন্য উদ্দেশ্য। বিরোধীরা যেন কোনওভাবেই এই সব মঞ্চকে ব্যবহার করে প্রতিবাদ না জানাতে পারে তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত যে বিল পেশ করা হয়েছে তাকে ঘিরে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। একে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রয়াস বলেই দাবি করা হচ্ছে।

নেপালে নিষিদ্ধ সোশ্যাল মিডিয়ার তালিকায় রয়েছে ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, লিঙ্কেডিন, রেডিট, হোয়াটসঅ্যাপ, স্ন্যাপচ্যাট ইত্যাদি রয়েছে।

ভোটে বৈধ আধার, নয় নাগরিকত্বে

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: নির্বাচন কমিশনের জন্য আগাম যেন একটা নীতিমালা তৈরি করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। বিহারের এসআইআর মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে , আধার ভোটার তালিকার জন্য একটি বৈধ পরিচয়পত্র, তবে এটি নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। ফলে এবার থেকে ১১ নয়, এসআইআর-এ নিতে ১২টি নথি। কমিশনকে সাফ নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। এই শেষ নথিটা হল আধার কার্ড।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে চলছিল এসআইআর নিয়ে শুনানি। সেখানেই ফের উঠল আধার-ইস্যু। এর আগেও আধারকে মান্যতা দেওয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ দিতে দেখা গিয়েছে। এমনকি, বাদ পড়া ভোটারদের নতুন করে তালিকাভুক্ত করতে যেন আধারে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেই পরামর্শই দিয়েছিল শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ।

এরপর এদিন আধারে মান্যতার সেই পরামর্শই পরিণত হল নির্দেশে। শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, আধারকে ১২নং নথি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। অবশ্য, শুনানি পর্বের একেবারে প্রথম থেকেই আধারকে নাগরিকত্ব প্রমাণের বিচারে গুরুত্ব দিতে নারাজ বলে জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।

প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই ১১টি নথির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখানো হয়েছে কোন কোন ভোটাররা ভোটার তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। আগে এই নথিগুলিতে আধার কার্ড অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু এখন সুপ্রিম কোর্ট দ্বাদশ নথি হিসেবে আধার কার্ড গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনকে তার সমস্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ জারি করতেও বলেছে, যাতে আধার কার্ড গ্রহণ করা যায়। তবে, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, আধার কার্ডকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

এর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে বড় স্বস্তি দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, আধার কার্ডের বৈধতা যাচাই করার পূর্ণ অধিকার নির্বাচন কমিশনের থাকবে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, 'কেবলমাত্র প্রকৃত নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে, যারা জাল নথির ভিত্তিতে প্রকৃত বলে দাবি করে তাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত।' সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে 'কেউই চায় না নির্বাচন কমিশন অবৈধ অভিবাসীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুক।'

এদিকে এদিন নির্বাচন কমিশনের পক্ষে উপস্থিত হয়ে সিনিয়র আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী যুক্তি দেন, নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে আধার কার্ড গ্রহণ করা যাবে না। এই বিষয়ে বিচারপতি বাগচী আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, পাসপোর্ট এবং জন্ম শংসাপত্র ছাড়া, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তালিকাভুক্ত ১১টি নথিও নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন আজ

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর আজ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ধনখড়ের পর কে? নির্বাচনের মাধ্যমে হবে বাছাই। শাসক শিবিরের মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন সিপি রাধাকৃষ্ণন। বিরোধী শিবিরের প্রার্থী হয়েছেন, বি সুদর্শন রেড্ডি। আর ভোট যাতে ঠিক জায়গায় পড়ে, তা নিশ্চিত করতেই তৎপর ইন্ডিয়া ব্লকের শীর্ষ নেতারা। এদিকে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদান থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিল বিজেডি (ভারত রাষ্ট্র সমিতি) এবং বিআরএস (বিজু জনতা দল)। বিজেডির তরফে দলের সাংসদ সস্মিত পাত্র এবং বিআরএসের তরফে তেলঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের পুত্র তথা দলের কার্যনির্বাহী সভাপতি কেটি রামা রাও একথা ঘোষণা করেছেন।

কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী, আসছেন ডোভালও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ বৈঠক 'কম্বাইন্ড কম্যান্ডার্স কনফারেন্স ২০২৫'। এবারের প্রতিপাদ্য, ইয়ার অফ রিফর্মস - ট্রান্সফর্মিং ফর দ্য ফিউচার'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করবেন এই সম্মেলনের।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে শুধু প্রধানমন্ত্রী নয়, সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, প্রতিরক্ষা সচিব-সহ কেন্দ্রের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। তিন বাহিনীর অফিসার এবং ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফও আলোচনায় অংশ নেবেন।

সম্মেলনের মূল কেন্দ্র বিন্দুতে থাকবে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার, রূপান্তর ও প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ। অপারেশনাল প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী ও বহু-মাত্রিক করতে কীভাবে নতুন কাঠামো গড়ে তোলা যায়, সেই নিয়ে হবে আলোচনা। নিচের স্তরের অভিজ্ঞতা আলোচনায় তুলে ধরতে বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের অফিসার ও জওয়ানদের সঙ্গে ইন্টার‍্যাকটিভ সেশনও রাখা হয়েছে। জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই এবারের আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য , গত মাসেই বাংলায় এসে একসঙ্গে তিনটি মেট্রো রুটের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। নোয়াপাড়া, জয় হিন্দ বিমানবন্দর, শিয়ালদহ, এসপ্ল্যানেড এবং বেলেঘাটা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি মোড় পর্যন্ত)। সেই সফরে রাজনৈতিক সভাও করেছিলেন তিনি। তার কিছুদিন পরেই কলকাতায় এসে ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সর্বোচ্চ বৈঠকে যোগ দেওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

কম্বাইন্ড কম্যান্ডার্স কনফারেন্সকে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ ব্রেনস্টর্মিং ফোরাম হিসেবে ধরা হয়, যেখানে দেশের সামরিক ও অসামরিক নেতৃত্ব একই মঞ্চে কৌশলগত ও ধারণাগত স্তরে মতবিনিময় করেন।

আজ ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন দিনের সরকারি কর্মসূচি নিয়ে আজ উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি কলকাতা থেকে রওনা হয়ে বাগডোগরা পৌঁছবেন এবং সেখান থেকে উত্তরকন্যায় যাবেন। বুধবার জলপাইগুড়িতে একটি সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে সাধারণ মানুষের হাতে একাধিক সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি চা-বাগান শ্রমিকদের হাতে জমির পাট্টা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়াও প্রশাসনিক বৈঠক, জেলার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনাসভা, বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার কথা রয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা। সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ করে ভুটান পাহাড় থেকে বর্ষার জলে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও সংলগ্ন এলাকায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেই বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হতে পারে।

এসএসসি দুর্নীতি থেকে হরিদেবপুর ধর্ষণ

শুভেন্দুর নিশানায় 'ভাইপো মডেল'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে ফের বিস্ফোরক আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'এটাই প্রকৃত ডায়মন্ড হারবার মডেল। তোলা তুলতেই হবে, যা পাওয়া যায়, পোড়া বিড়িও যদি পাওয়া যায়! এটা হল ভাইপো মডেল।' শুভেন্দুর অভিযোগ, 'সৌরভ রায়ের নামে ডুপ্লিকেট চালান দিয়ে গোটা রাজ্যে বালি পাচারের বিরাট চক্র চলছে। এর সঙ্গে ভাইপোর যোগসাজস আছে। সরকার ২০ শতাংশ নেয় আর বাকি ৮০ শতাংশ মুনাফা পুলিশ ও ভাইপোর পকেটে যায়।' তাঁর অভিযোগ, 'পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের এসপিরা সরাসরি যুক্ত এই চক্রের সঙ্গে। এদের বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ আছে, তাই এই কাণ্ডের তদন্ত আরও দ্রুততার সঙ্গে হওয়া জরুরি'।

হরিদেবপুর ধর্ষণকাণ্ড নিয়েও তৃণমূল সরকারকে তুলোধোনা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন থাকবেন, ততদিন এই ধরণের নৃশংস ঘটনা ঘটতেই থাকবে, কড়া ভাষায় মন্তব্য শুভেন্দুর।

রবিবারের এসএসসি পরীক্ষা নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, 'এটা শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশ্নপত্র ছিল না। এবারে ব্যাপক হারে পাশ করানো হবে, তারপর ১৫ নম্বর ভাইবা হবে যেখানে যারা টাকা দিয়েছিল, তাদের চাকরি দেওয়া হবে। বহু যোগ্য প্রার্থী চাকরি পাবেন না।' তিনি আরও জানান, ১৫২ জন অভিযুক্তের মধ্যে কতজন পরীক্ষায় বসেছিলেন, তার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে এবং তথ্য-প্রমাণ সহ ফের আদালতে আবেদন জানানো হবে।

ডিএ মামলার শুনানি সাঙ্গ, স্থগিত রায়দান

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে সোমবার শেষ হল ডিএ মামলার শুনানি। রায় ঘোষণা স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ। কারও কোনও বক্তব্য থাকলে তা লিখিত আকারে জমা দিতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

এদিন সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চে শুনানির সময় রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, শুনানিতে বারবার দেরি করে আসার জন্য। বিরোধীদের তরফে টানা তিনদিন কপিল সিব্বলের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে বলে আপত্তি জানান। এরপরই সিব্বলকে ছাড়াই শুনানি শুরু হয় সুপ্রিম কোর্টে।

এরপই বিচরপতিরা জানতে চান, এআইসিপিআর নিয়ে কোনও সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ রয়েছে কিনা। এই নির্দেশের জেরে বাংলা-সহ আরও ৭টি রাজ্য, যাঁরা কেন্দ্রের হারে ডিএ দেয় না এবং এআইসিপিআই মানে না, তাঁদের ওপরও প্রভাব পড়বে বলে জানান রাজ্যের আইনজীবী। যদিও সংবিধানের ৩০৯ ধারার উলঙ্ঘন করা হচ্ছে সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে, এমনই দাবি এদিন করতে দেখা যায় বিরোধী আইনজীবী করুনা নন্দীকে।

এর প্রেক্ষিতে রাজ্যের আইনজীবীরা পাল্টা বলেন, 'কেন্দ্রের নিয়ম মানতে রাজ্য বাধ্য নয়।' উত্তরে করুনা নন্দী পাল্টা বলেন, 'কিন্তু আমাদের তরফে সেটা বলাই হচ্ছে না। আমরা বলছি রাজ্য যখন এআইসিপিআর মেনে রোপা তৈরি করেছে, তখন তাঁরা সেই হারকে মানুক।' উত্তরে রাজ্যের তরফে কপিল সিব্বল বলেন, 'রিজিয়ন থেকে রিজিয়নে আলাদা হওয়া উচিত, কারণ প্রতি রিজিওনের নিজস্ব ইনফ্লেশন আছে, কস্ট অফ লিভিং আছে। তাই আবারও আবেদন জানাচ্ছি ডিএ-র বিষয়টি রাজ্যের হাতেই ছাড়া হোক।' অবশেষে সর্বোচ্চ আদালতে ডিএ মামলার শুনানি এদিনই শেষ করে সুপ্রিম কোর্ট। তবে রায়দান স্থগিত রেখেছে শীর্ষ আদালত। এরপর দু'পক্ষকে কমপ্রিহেনসিভ লিখিত সাবমিশন দিতে বলেন বিচারপতিরা। সরকার পক্ষকে ২ সপ্তাহের মধ্যে কমপ্রিহেনসিভ রিপোর্ট দিতে বলে। এর এক সপ্তাহের মধ্যে বিরোধীরা তাঁদের জবাব দেবেন।

ডিজিটাল জনগণনায় অ্যাপ আনছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: প্রায় ১৫ বছর পরে ২০২৭ সালে জনগণনা হতে চলেছে দেশ জুড়ে। এ বার পুরো বিষয়টি হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে, যা আগে কখনও হয়নি। দেশের প্রথম ডিজিটাল জনগণনা নিয়ে তাই সতর্ক কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি সূত্র উল্লেখ করে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এ বার সরকারি কর্মচারীরা জনগণনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করবেন নিজেদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। তাঁদের জন্য বিশেষ একটি অ্যাপ থাকবে। সংগৃহীত তথ্য সেই অ্যাপের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সার্ভারে আপলোড করতে হবে। এখন বিশেষ সেই অ্যাপ তৈরির কাজ চলছে।

জানা গিয়েছে, তথ্য সংগ্রহের গোটা প্রক্রিয়াটি দিল্লি থেকে পর্যবেক্ষণ করা হবে। তার জন্য আলাদা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করছে কেন্দ্র। জনগণনার জন্য বাজেটে ১৪,৬১৮ কোটি টাকার বরাদ্দ চেয়েছে আরজিআই। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে এটাই প্রথম জনগণনা। এ বারের জনগণনার সঙ্গে জাতগণনার পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের। মনে করা হচ্ছে, প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে জাত এবং জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যও এ বারের জনগণনা পর্বে সংগ্রহ করা হবে।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (আরজিআই) প্রায় ৩৪ লক্ষ গণক নিয়োগ করতে পারে জনগণনার জন্য। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এই কাজে নিজেদের স্মার্টফোন ব্যবহার করবেন। এর পর নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সার্ভারে সেই তথ্য আপলোড করবেন। অ্যাপে তথ্যগুলি দেখা যাবে ইংরেজি এবং প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষায়। অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোনের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রাথমিক ভাবে সকল গণককে মোবাইলের মাধ্যমেই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু যদি কোনও কারণে কেউ খাতায়কলমে তথ্য গ্রহণ করেন, তবে তাঁকে নির্দিষ্ট ওয়েব পোর্টালে সরাসরি তা নথিভুক্ত করতে হবে। এতে জটিলতা, ভুলের সম্ভাবনা অনেক কমবে। এই প্রথম জনগণনার তথ্য যন্ত্রস্থ (ডিজিটালাইজড) হবে গণনাকারীদের স্তরেই। ফলে সময়মতো তথ্য পেতে অসুবিধা হবে না আর। দেশে শেষ বার জনগণনা হয়েছে ২০১১ সালে। নিয়ম অনুযায়ী, ১০ বছরের ব্যবধানে আবার ২০২১ সালে জনগণনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিড অতিমারির কারণে নির্দিষ্ট সময়ে তা আয়োজন করা যায়নি। সূত্রের খবর, ২০২১ সালেই জনগণনার কথা মাথায় রেখে বিশেষ অ্যাপ তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন সেটা নতুন করে আবার তৈরি করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি, মোবাইলের উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অ্যাপটিতে বেশ কিছু সংস্কার করা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ০৮/০৯/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Chakraborty S/o. Manindra Chakraborty ও Swapan Chakrabortti S/o. Manindra Chakrabortti, M C Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৮/০৯/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rathindra Nath Chattopadhyay S/o. Gora Chand Chatterjee ও R N Chattopadhyay S/o. G C Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০২/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Tanmoy Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sudhendu Kr Pal ও Sudhendu Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০২/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Baker Ali Mallick S/o. Md Ali Mallick ও Baker Ali Mallik S/o. Md Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০১/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipak Singha S/o. Bijoy Kumar Singha ও Dipak Singh S/o. B Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৮/০৯/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Somnath Koley S/o. Bhagya Dhar Koley ও Somnath Kaley S/o. Bhagyadhar Kaley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
আমি অনিমা মন্ডল ২৬/৮/২৫ নোটারী পাবলিক বহরমপুর কোর্টের এফিডেভিটে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিলাম। আমি অনিমা মন্ডল থেকে আমিনা মন্ডল হলাম।

নাম-পদবী
গত ০৬/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪১১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Monirul Islam S/o. Sk. Samser Ali R/o. Morah, Haripal, Hooghly, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার SFarha KhatunV জন্ম সার্টিফিকেটে আমার সঠিক নাম Sk. Monirul Islam-এর পরিবর্তে Manirul Mondal ও আমার স্ত্রীর সঠিক নাম Esmatara Begam-এর পরিবর্তে Esmatara Bibi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sk. Monirul Islam & Manirul Mondal ও আমার স্ত্রী Esmatara Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৮/০৯/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Avijit Hemanta Kumar Ghosh (old name), S/o. Hemanta Kumar Ghosh, R/o. Paschim Para, Belun, P.O. Beloon, P.S. Pandua, Dist.-Hooghly-712149, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Avijit H Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Avijit Hemanta Kumar Ghosh & Avijit H Ghosh, S/o. Hemanta Kumar Ghosh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৬/০৯/২০২৫, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৬৯৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Bibha Banerjee (old name), W/o. Ajit Banerjee, D/o. Jaminikanta Chakraborty, R/o. 149, Khirki Lane, Champatala, Chinsurah, Hooghly, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Lalita Banerjee (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Bibha Banerjee & Lalita Banerjee W/o. Ajit Banerjee, D/o. Jaminikanta Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
আমি জামাল সেখ ৪/৯/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার মাতা মহিমুর সেখ ও মইনুর বিবি একই ব্যক্তি হইল। আমার মাতার আসল নাম মহিনুর সেখ।

নাম-পদবী
আমি কাকলি খাতুন আমি Seejan Eye Care Pachha Chandpur P.O.- Debagram, P.S.- Kaliganj Nadia এর Proprietor শারীরিক অসুস্থতার কারণে Seejan Eye Care চৈতালী আলমকে W/o মেহেবুব আলম (Apurba Apartment 407 Garia Station Road Rajpur Sonarpur (M) South 24 Parganas Garia W.B. Kol-184) কে হস্তান্তর করিলাম।

আমি Shyamal Kumar Bag পিতা Biswanath Majumdar নিবাস- Z-5/35/2,Kanchantala Road, Badartala, P.O.- Badartala P.S. - Nadial, Kolkata-700044. গত 05.09.2025 কোলকাতা হাই কোর্টের নোটারী পাবলিকের এফিডেভিটে Shyamal Majumder নামে পরিচিত হলাম। Shyamal Kumar Bag এবং, Shyamal Majumder এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME
আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স ভুলবশত MD SALIM S/O MD A ANSARI নাম Record আছে (WB-23-19910042378) 06/09/2025 তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি MD SALIM পিতা MD AYUB নামে পরিচিতি হইলাম।

AFFIDAVIT
I, Muktar Molla S/O Late Faratulla Molla residing at Vill. - Mollarchak, P.O. - Natial, P.S. - Sagarpara, Dist.- Murshidabad, PIN - 742308 do hereby declare vide affidavit dated 30.07.2025 filed in the Court of Ld. S. D. E. M. (S)/ 1st Class Magistrate at Berhampore, Murshidabad that my son's actual and correct name is Mehedi Hasan Molla and it is recorded in his WBBSE Certificate but his name has been wrongly recorded as Mehedi Hasan in his Aadhar Card. Mehedi Hasan Molla and Mehedi Hasan is the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?
আজ ৯ ই সেপ্টেম্বর, ২৩ শে ভাদ্র, মঙ্গল বার। দ্বীতিয়া তিথি । জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র দশা বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(আজ শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের মৃত্যু দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

AFFIDAVIT
I, SOMA SAHA W/O SUKUMAR MANDAL residing at Vill. & P.O. Bamnabad, P.S.- Raninagar, Dist.- Murshidabad, W.B. do hereby declare vide affidavit filed inthe Court of Ld. S. D. E. M. at Domkal, Murshidabad dated 27.07.2025 that my son's actual name is SWORNODIP MONDAL and it is recorded in ICDS Project Serial No. 2555059 dated 31.12.2022 but in his birth certificate bearing Regn. No. B-2021/ 1901146-001258 dated 27.09.2021, his name has been recorded as SOUMYADIP MONDAL, D.O. B.- 13/10/2017. SWORNODIP MONDAL and SOUMYADIP MONDAL is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত রাইপুর গ্রাম নিবাসী সুব্রত ঘোষ, পিতা ৺মিহির কুমার ঘোষ বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত [illegible] মৌজাস্থিত এল.আর. [illegible] নং খতিয়ান ভুক্ত [illegible] সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত [illegible] বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে [illegible] নম্বর আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহার পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। [illegible] দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বিএল. & এল.আর, অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/ রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

Raghunath Dutta, Advocate
Bolpur Court, Birbhum

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১) শ্রী লক্ষ্মী কান্ত সিং [illegible] ... মূলে আমাকে(শ্রী ধ্রুব সাগর পিতা ভোলাপ্রসাদ যাদব, সাকিম ৩৩৩, ইরা এপার্টমেন্ট, অরবিন্দ মঠ, আনন্দ নগর, বালী, হাওড়া-৭১১২২৭) [illegible] ... সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী ধ্রুব সাগর (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, [illegible] ... মূলে আমাকে(শ্রী ধ্রুব সাগর পিতা ভোলাপ্রসাদ যাদব, সাকিম ৩৩৩, ইরা এপার্টমেন্ট, অরবিন্দ মঠ, আনন্দ নগর, বালী, হাওড়া-৭১১২২৭) [illegible] ... এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী ধ্রুব সাগর (আমমোক্তার)**

PUBLIC NOTICE
I, Tuli Mukherjee on behalf of my minor daughter Yashaswinee Mukerji alias Annanya, residing at 4A, Lake Place, 7th Floor, Flat No: 7A & 7B, Kolkata-700029, West Bengal, P.S. - Tollygunj, have changed my daughter's name and she shall henceforth be known as Yashaswinee Mukerji as declared before the First Class Judicial Magistrate Bankshall court, West Bengal vide affidavit number 138 dated on 3rd September 2025. Yashaswinee Mukerji alias Annanya and Yashaswinee Mukerji both are same and identical person.

PUBLIC NOTICE
We, Kunal Banerjee & Nirmal Banerjee sons of Lt. Ambika Banerjee r/o S.S. Temple Road, Khardah, Kolkata - 700117 do hereby inform that We have lost the House Deed No. 1150 of the year 1975 from our residence. GD No. 610 dated 07.09.2025.

NOTICE
This is to inform that, my client Amitava Mandal & Anupam Mandal S/o Bhairab Chandra Mandal, R/o Puratan Bazar, P.O. : KGP, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, executed General Power of Attorney in respect of 235 Dec. Property, vide Deed No IV-9181 & 9185 on 27/12/ 22 at Medinipur D.S.R-1 in favour of Asit Ghorai in respect of 235 Dec. property, R.S. Plot No. 464, 465, 466, 516, 517/863, 518/840, 518, 627, 628, LR.- 479, 480, 481, 531, 532, 534, 645, 646, Khatian No. 74, 386, 388 L.R. & RS-62, J.L. No. 301, Mouza - Kayetpur, P.S.- KGP (L), Dist -Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 171 Dec. area of the said property to **Krishnendu Das & Dibendu Das** S/o Kartik Das R/o Kaushallya, P.O. : KGP, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-2843/23 on 31/ 03/2023 at Kharagpur A.D.S.R.
That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with B.L. & L.R.O office within 30 days after publication otherwise his / her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।
এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী শিশুবালা দাস** স্বামী ৺সুভাষ চন্দ্র দাস, সাকিম কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **২)শ্রীমতী স্বপ্না দাস** স্বামী শ্রী শঙ্কর দাস, সাকিম জারুরা, পোলবা, হুগলী-৭১২২৪৮, **৩)শ্রীমতী আন্না দাস** স্বামী ৺প্রফুল্ল দাস সাকিম মালিয়াপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২০১, **৪)শ্রীমতী সুলতা পাল** স্বামী শ্রী সমীর পাল, সাকিম নলডাঙ্গা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজী ৩০/০৬/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0215/2015 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক দাস,** পিতা ৺সুভাষ চন্দ্র দাস, সাকিম কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ২৬/০৭/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2395/2019 নং দলিল মূলে **শ্রী দয়াশঙ্কর যাদব** পিতা শ্রী জয়নাথ যাদব, সাকিম ৪৯ লাল বাহাদুর শাস্ত্রী রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১ মহাশয়কে ১১.২৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল সম্পত্তি:** জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা দক্ষিণ হাজিপুর, জে.এল নং ৪৬, হাল. এল.আর. ৯৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৫২ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ২৪০ শতকের মধ্যে ০.২০০০ অংশে ৪৮ শতকের মধ্যে ২৩.২৫ শতক তন্মধ্যে ১১.২৫ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী দয়াশঙ্কর যাদব** পিতা শ্রী জয়নাথ যাদব তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী মহাদেব ঘোষ, ২) শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ, ৩)শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ** সকলের পিতা ৺সতীশ চন্দ্র ঘোষ, সকলের সাকিম বালিয়া, বাহিরখন্ড, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, **৪)শ্রীমতী শ্যামলী পাল** স্বামী শ্রী কানাই পাল, সাকিম ডানকুনি মনহরপুর পালপাড়া, ডানকুনি, টাউনসীপ, হুগলী-৭১২৩১১, **৫)শ্রীমতী পূর্ণিমা দাড়ী** স্বামী ৺অজিত দাড়ী, সাকিম সোনাটিকরী, পানিশেওলা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, **৬)শ্রীমতী বাসন্তী ঘোষ** স্বামী শ্রী তারক ঘোষ, সাকিম বিষ্ণুপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪১০, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজী ২০/১২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5850/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী মলয় কুমার ঘোষ** পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র ঘোষ, সাকিম বালিয়া, বাহিরখন্ড, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইংরাজী ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1202/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী বাসনা বাগ** স্বামী ৺সুনীল বাগ, সাকিম বালিয়া, বাহিরখন্ড, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়াকে ১৩.৮০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা বালিয়া, ৪ নং জে.এল. ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২২০৬ নং দাগে, ১)হাল. এল.আর. ৪৯৬ নং খতিয়ান হইতে ০৩.৬০ শতক, ২)হাল. এল.আর. ৬১২ নং খতিয়ান হইতে ০৩.৬০ শতক ও ৩)হাল. এল.আর. ১১৪ নং খতিয়ান হইতে ০৬.৬০ শতক, একুনে একটি দাগে, তিনটি খতিয়ানে মোট ১৩.৮০ শতক শালি জমি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী বাসনা বাগ** স্বামী ৺সুনীল বাগ, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী উমারাণী সিংহরায়** স্বামী ৺অদ্বৈত সিংহরায়, সাকিম চন্দনপুর, হরিপাল, হুগলী, **২)শ্রীমতী অনুপমা সিংহরায়** স্বামী শ্রী দিলীপ সিংহরায়, সাকিম সিঁথি পলাশী, দেধাড়া, ধনিয়াখালি, হুগলী, **৩)শ্রীমতী শিপ্রা সিংহরায়** স্বামী শ্রী অজিত সিংহরায় সাকিম চৌতাড়া, ধনিয়াখালি, হুগলী, মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজী ১৭/০৭/২০০৮ / ১৮/০৭/২০০৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0255/2008 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও **৪)শ্রীমতী পম্পা সিংহরায়** স্বামী শ্রী মনিমানিক্য সিংহরায় সাকিম চন্দনপুর, হরিপাল, হুগলী মহাশয়া বিগত ইংরাজী ১৭/০৩/২০০৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0017/2009 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী সোমনাথ সিংহরায়** পিতা ৺অদ্বৈত সিংহরায়, সাকিম চন্দনপুর, হরিপাল, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে শ্রী সোমনাথ সিংহরায় ও উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকগণ যথাঃ **১)শ্রীমতী দময়ন্তী সিংহরায়** স্বামী শ্রী হারাধন সিংহরায়, **২)শ্রীমতী মাধবী সিংহরায়** স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সিংহরায়, **৩)শ্রীমতী বন্দনা সিংহরায়** স্বামী শ্রী রণবীর সিংহরায়, **৪)শ্রীমতী চন্দনা সিংহরায়** স্বামী শ্রী তপন সিংহরায়, **৫)শ্রী লোকনাথ সিংহরায়, ৬)শ্রী রমানাথ সিংহরায়, ৭)শ্রী ধরানাথ সিংহরায়,** ৫-৭নং এর পিতা ৺রামকৃষ্ণ সিংহরায়, মহাশয়/মহাশয়াগণের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইংরাজী ০৭/০৮/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03052/2012 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী মৌমিতা দে** স্বামী শ্রী সুরজিৎ দে, সাকিম ২৬৮ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা - ৩৬, মহাশয়াকে ৩৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা চন্দনপুর, ৯৫ নং জে.এল. ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৪২ নং দাগে, ১)হাল. এল.আর. ৩০৪ নং খতিয়ান হইতে শালি জমি ২০ শতক, ২)হাল. এল.আর. ৫৩২, ৫৩৭, ৫৩৪, ৫৩৯ ও ৫৩৩ নং খতিয়ান হইতে শালি জমি ১৪ শতক, একুনে একটি দাগে, ছয়টি খতিয়ান হইতে মোট ৩৪ শতক শালি জমি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে ও উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমার মক্কেল **শ্রীমতী মৌমিতা দে** স্বামী শ্রী সুরজিৎ দে, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE AT HOWRAH
SUCCESSION CERTIFICATE CASE NO. 43/2024
Sushila Devi Agarwal...Petitioner
DRAFT NOTIFICATION

This is to make it known to any person that the above noted petitioner has filed above noted application for succession certificate to the debts and securities of the deceased Mukti Lal Agarwal in respect of the schedule mentioned Suit property below against any person / persons and above matter is pending before this above noted Ld. Court.
Before finalized the above noted case, it is direct that if any person has any view and/or objection of the schedule mentioned suit property then he can appear before this Ld. Court with necessary documents and also file his written objection in this respect within 30 days from the date of publication of the instant notification otherwise the above noted matter will be heard one-sided / ex-parte.

SCHEDULE

Sl. No.	COMPANY	UNIT OF SHARES	FOLIO NO.	AMOUNT OF PER SHARE
1	Reliance Industries Limited	72	133293879	Rs 10/- Total 72*10 = 720
2	Reliance Industries Limited	56	088307267	Rs 10/- Total 56*10 = 560
3	Reliance Industries Limited	56	088307267	Rs 10/- Total 56*10 = 560
4	Reliance Industries Limited	112	088307267	Rs 10/-Total 112*10=1120
5	Reliance Industries Limited	36	133293879	Rs 10/- Total 36*10=360
6	Reliance Industries Limited	36	133293879	Rs 10/- Total 36*10=360
7	UTI Mutual Fund	1641.185	50248110515	Rs 2,30,179.31/-
8	UTI Mutual Fund	548.390	50273205665	Rs 79,912.74/-
9	SBI Mutual Fund	500.000	170831142	Rs 32,689.80/-
10	Kisan Vikash Patra	N.A.	20229, 10778 & 55729	Rs 12,000/-
11	Saving Account, Indian Bank, Liluah Brach	N.A.	Account No 712364299	Rs 43,759/-
12	State Bank of India	N.A.	Special Term Deposit Account 0129201351201 (Old) 01252880185 (New)	Rs 53,950/-
				TOTAL 4,56,170.85/-

By Order of the Court, **Uttam Kumar Majumder (Serestadar)**
Hon'ble Court of District Delegate of Howrah.

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমি অমর সিং পিতা মৃত শঙ্কর চন্দ্র সিং সাকিম গ্রাম ব্যাসপুর পো: কানানদী থানা ধনিয়াখালী জেলা হুগলী ৭১২৩০২ গত ইং ১০/৪/২০১২ তারিখে নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি শ্রী মোহনলাল টুডুর নিকট হইতে ইং ১২/৪/২০১২ তারিখে হুগলি এ ডি এস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১৭০ নম্বর দলিল মূলে খরিদ করিয়াছি। আমি ভুমিজ তফশিলভুক্ত উপজাতি হইতেছি নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তিটি যদি কোন তপশিল উপজাতি ব্যক্তি সরকারি ভ্যালুয়েশন নির্ধারিত মূল্যে খরিদ করিতে ইচ্ছুক থাকেন বা কাহারও কোনও দাবি অংশ স্বত্ব অধিকার বা অন্য কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে তাহারা এই নোটিশ প্রকাশের দিন হইতে পরবর্তী ২০ দিনের মধ্যে যথাযোগ্য প্রামাণ্য নথি সহ উপরোক্ত ঠিকানায় আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোন আপত্তি বা দাবি উত্থাপিত না হইলে আমি নির্ধারিত বিক্রয় মূল্যে যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে হস্তান্তর করিতে পারিব বলিয়া গণ্য হইবে।

তপশীল
জেলাঃ হুগলি, থানা সাবেক ধনিয়াখালি হাল গুড়াপ, মৌজা খানপুর, জে.এল. নম্বর ১২, তৌজি নম্বর ৫, সাবেক খতিয়ান ১৭৫, হাল খতিয়ান ১১৬৬, হাল দাগ নম্বর ১০২৪ যাহার আর.এস. ও সি.এস. দাগ নম্বর ৫৭৫, শ্রেণী ভিটি, ১৬ আনায় ২৯ শতক মধ্যে ৩ শতক মায় তাহার উপরিস্থিত ইঁটের দেওয়াল বিশিষ্ট লিনটন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ গৃহাদি সহ যাহার সরকারি মূল্য ৯,৬৬,০০০/- টাকা হইতেছে।

ইতি - **অমর সিং**
9832875302

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে **অজিত কুমার গাঙ্গুলী**, পিতা মৃত নলিনী কুমার গাঙ্গুলী, সাং বুড়োশিবতলা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী মহাশয় "মেসার্স নলিনী ব্রিক ফিল্ড" পার্টনারশিপ ফার্ম, পার্টনারস পক্ষে গত ইংরেজি ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর ১, হুগলি অফিসে রেজিস্টিকৃত ২৫২/২০১৮ নং আমমোক্তারনামামূলে পুত্র গৌতম গাঙ্গুলী, পিতা অজিত কুমার গাঙ্গুলী, সাং বুড়োশিবতলা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন । উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **শ্রীমতি কাঞ্চন কুমারী (দেবী)**, স্বামী অজিত কুমার, সাং প্রযত্নে বিজয় লাল পন্ডিত, গ্রাম শিভান্ডি, জামুই, বিহার, পিন ৮১১৩০৭ মহাশয়াকে বিগত ইংরেজি ৩০/০৮/২০১৯ তারিখে হুগলি ডি.এস.আর ১ অফিসে রেজিস্টিকৃত ৯৬১৫ নং কোবালা দলিলমূলে থানা চুঁচুড়ার অধীন জে.এল নং ২১, উত্তর চন্দননগর মৌজায় হাল ৫৪৮৬ এবং ৫৪৮৭ দাগে ১ কাটা ১ ছটা ৩৯ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন যাহা হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত খতিয়ান নং ২৬৪৬।
উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **শ্রীমতি কাঞ্চন কুমারী (দেবী)** স্থানীয় বি.এল এন্ড এল.আর.ও, মগরা-চুঁচুড়া অফিসে নামপত্তন করিবার আবেদন করিয়াছেন । এতদ বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের আগামী ১ মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে ।

ইতি- **পার্থ প্রতিম বিশ্বাস (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, হুগলী

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি
১। অনিল কুমার সাঁতরা, পিতা- তুষ্ঠু চরন সাঁতরা, ২। রামপ্রসাদ সাঁতরা ৩। গনপতি সাঁতরা, উভয়এর পিতা- জহরলাল সাঁতরা, সকলের সাং- দেশাপাড়া দিয়াড়া, সিঙ্গুর, হুগলী, ৪। মন্দিরা পাত্র, স্বামী- জীতেন্দ্র পাত্র, সাং- ও পোঃ- পহলমপুর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী ৫। ইন্দ্রিরা কোলে স্বামী- বাসুদেব কোলে, সাং ও পোঃ- বোরাই, থানা- সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, বিগত ইংরাজী ১৭-০৩-২০২১ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩২ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে গৌতম দাস, পিতা- গোরাচাঁদ দাস, সাং- ৮৯৬।এ, ৩ নং নূতন গ্রাম, পোঃ- মোড়পুকুর, থানা- রিষড়া, জেলা-হুগলীকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যার তপশীল জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা- গোবিন্দপুর, জে.এল. নং ৯৪, আর.এস ও এল.আর দাগ ৫২ এল.আর. খতিয়ান- ১৪০৬ ও ১৪০৭ তে কলা বাগান ৪.৯৪ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলের আমমোক্তার কৃতসম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারো যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি থাকে তাহারজন্য একমাসের মধ্যে গৌতম দাস, পিতা- গোরাচাঁদ দাস, সাং- ৮৯৬।এ, ৩ নং নূতন গ্রাম, পোঃ- মোড়পুকুর, থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলীকে জানাইতে হবে ।

EJAZ AHMED
Advocate
Serampore Court
District-Hooghly
F/1144/2013

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা সবিতা মালিক**, স্বামী ৺তারক চন্দ্র মালিক, সাকিম পালপাড়া গোট্টু, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, **২)শ্রীমতী মিতালী মন্ডল ওরফে মিতালী মালিক মন্ডল** স্বামী মহানন্দ মন্ডল, পিতা ৺তারক চন্দ্র মালিক, সাকিম ধোবাপাড়া, কুলিয়াপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, **৩)শ্রীমতী রেবা দাস ওরফে রেবা মালিক দাস** স্বামী শ্যামল কুমার দাস, পিতা ৺তারক চন্দ্র মালিক, সাকিম গোসাইডাঙ্গা, আইদাকিসমৎ, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, **৪)শ্রী কিশোর মালিক** পিতা পূর্ণ চন্দ্র মালিক সাকিম পালপাড়া গোট্টু, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৬/১১/ ২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-08971/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে(**শ্রী উজ্জ্বল গাঙ্গুলী**, পিতা ৺ভোলানাথ গাঙ্গুলী, সাকিম অমরপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২), **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা গোট্টু, জে.এল. নং ৬৩, হাল এল. আর. ৩৩৯৩, ৩৩৯৫, ৩৩৯৬ ও ৩৪০৩ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল. আর ৪৭৭০ নং দাগে বাঁশবাগান ও ৪৭৮৪ নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় কমবেশী ০৬ শতক সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
প্রকাশ থাকে আমি **শ্রী উজ্জ্বল গাঙ্গুলী**, পিতা ৺ভোলানাথ গাঙ্গুলী, উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে প্রাপ্ত ০৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী উজ্জ্বল গাঙ্গুলী (আমমোক্তার)**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
জেলা- হুগলী
মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং - ৭৩/২০২৪ (সাকসেশান)
দরখাস্তকারিগণ :- ১। শ্রীমতী রেনু বর্মা, স্বামী- মৃত বিশ্বনাথ বর্মা, **২। খুশি বর্মা, ৩। নাবালক হর্ষ বর্মা**, সিরিয়াল নং ২ কন্যা ও সিরিয়াল নং ৩ পুত্র, উভয়ের পিতা - মৃত বিশ্বনাথ বর্মা, সকলের সাং -২৮২, এল এন আটা রোড, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২ নাবালক **হর্ষ বর্মা** তার স্বাভাবিক অভিভাবক এবং নিজ মাতা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় অর্থাৎ **শ্রীমতী রেনু বর্মা (দরখাস্তকারিণী সিরিয়াল নং - ১)।**
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিণী সিরিয়াল নং - ১-এর স্বামী এবং দরখাস্তকারি সিরিয়াল নং - ২ ও ৩ এর পিতা মৃত **বিশ্বনাথ বর্মা**, পিতা – মৃত দেবী প্রসাদ বর্মা, সাং- ২৮২, এল এন আটা রোড, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২ ঠিকানায় বিগত ইংরাজীর ১৮/১২/২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। নর্থ ব্রুক জুট কোম্পানি লিমিটেড ওয়ার্কস এ্যাট চাঁপদানী, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২ কর্তৃক উক্ত দরখাস্তকারিণী সিরিয়াল নং ১ এর স্বামী এবং দরখাস্তকারি সিরিয়াল নং - ২ ও ৩ এর পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত জুটমিলের P.F. under the EPFO dues বাবদ প্রায় **৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা** গচ্ছিত রহিয়াছে। যাহার Rec. No. 07/2274, C. No. 07/0438 হইতেছে। তাহা সুদসহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারিগণ অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবার মর্মে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে।

দেও কুমার প্রসাদ (এ্যাডভোকেট)
চন্দননগর আদালত

আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

NOTICE
This is to inform that, my client Amitava Mandal & Anupam Mandal S/o Bhairab Chandra Mandal, R/o Puratan Bazar, P.O. & P.S. KGP, Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, executed General Power of Attorney in respect of 235 Dec. Property, vide Deed No IV-9181 & 9185 on 27/12/22 at Medinipur D.S.R-1 in favour of Debasis Ghorai S/o Asit Ghorai in respect of 235 Dec. property, R.S. Plot No. 514, 515, 517, 521, LR- 529, 530, 533, 537, Khatian No.- 74, 386, 388, L.R. & RS- 62, J.L. No. 301, Mouza - Kayetpur, P.S.- KGP (L), Dist -Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 64 Dec. area of the said property to **Krishnendu Das & Dibendu Das** S/o Kartik Das R/o Kaushallya, P.O. : KGP, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-2842/23 on 31/ 03/2023 at Kharagpur A.D.S.R.
That, if any person have any objection, then he / she may communicate with B.L. & L.R.O office within 30 days after publication otherwise his / her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE
This is to inform that, my client 1). Dipak Chakraborty S/o Lt. Ram Sankar Chakraborty, 2). Soma Chakraborty W/o Amal Chakraborty, 3). Gopa Mukherjee W/o Pranab Nath Mukherjee, 4). Alo Neogi W/o Nikhilesh Neogi, 5). Abha Chakraborty W/o Lt. Manoj Chakraborty, 6. Subir Kumar Chakraborty S/o Lt. Manoj Chakraborty, 7. Sumita Chakraborty W/o Swadhin Chakraborty, 8. Sukla Kar W/o Indranil Kar executed General Power of Attorney in respect of 16.533 Dec. property, vide Deed No IV-00261/17 on 01/12/2017 at Kharagpur A.D.S.R in favour of Subrata Chakraborty S/o Lt. Manoj Chakraborty in respect of 8.47 Dec. property, R.S. & L.R. Plot No. 266, Khatian No. 92 L.R., J.L. No. 102, Mouza- Krishnagar, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur.
Then said attorney are sold out approx 9.533 Dec. area of the said property to **Rina Dolai** W/o Ajay Dolai R/o Krishnagar, P.O. : Shyamraipur, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-5362/ 19 on 26/07/2019 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he / she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

<u>হুগলি</u>

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

<u>নদিয়া</u>

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার

শুরু উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা

ক্ষোভের মুখে সংসদ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হল সোমবার থেকে। আগামী বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শুরু হয়ে গেল চলতি বছর পুজোর আগেই। এবছর থেকেই প্রথম বার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে সেমিস্টার ব্যবস্থায়। ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই সেমিস্টার। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬০ হাজার। প্রশ্নপত্র নিয়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। আগেই জানানো হয়েছিল, পরীক্ষার হলে কোন ও রকম ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে না পরীক্ষার্থীরা। সকাল ১০ থেকে ১১. ১৫ পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। মিউজিক, ভিস্যুয়াল আর্টস এবং বৃত্তিমূলক বিষয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষা হবে সকাল ১০ থেকে ১১. ৪৫ পর্যন্ত।

পরীক্ষার জন্য কড়া পদক্ষেপ করছে শিক্ষা সংসদ। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে কড়া উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সাফ জানান, হেনস্তা বা মারধরের ঘটনা ঘটলে কোনও ভাবে তা ক্ষমা করা যাবে না। প্রতিটা পরীক্ষার্থীকে স্ক্যানার দিয়ে চেক করা হয়। প্রতি পরীক্ষাকেন্দ্রে মোতায়েন করা হয় পুলিশ। এর পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি জানিয়েছেন, গোটা দেশে এই প্রথম বার দ্বাদশে সেমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা হচ্ছে। এদিকে সিবিএসই বোর্ড বা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর বা বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেই নিয়ম উচ্চ মাধ্যমিকেও বহাল থাকছে। প্রশ্নপত্রও এমন ভাবেই করা হবে, যাতে ক্যালকুলেটর ব্যবহারের প্রয়োজন না পড়ে।

পরিসংখ্যান বলছে, প্রথম সেমেস্টারে ছাত্রদের তুলনায় মোট ৭৯,৫৮২ জন বেশি ছাত্রী পরীক্ষায় বসছে। ২৩ টি জেলার ক্ষেত্রেই ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। মোট পরীক্ষাকেন্দ্র ৮১৮টি। উচ্চ মাধ্যমিকে বিশেষ ভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৪২। প্রসঙ্গত এই বছর থেকে প্রথমবারের মতো উচ্চমাধ্যমিক ওএমআর-এ হতে চলেছে। মূলত সব প্রশ্ন থাকবে এমএসকিউ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখেই এরকম প্রশ্নপত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তবে থাকছে না কোন নেগেটিভ মার্কিং।

এদিকে এই পরীক্ষার দিন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে ঘিরে ধরে ক্ষোভে উগরে দিতে দেখা যায় অভিভাবকদের। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির কাছে তাঁরা জানতে চান, 'সব ওদের উপরেই কেন?' এরই পাশাপাশি একজন প্রশ্ন করেন, পরীক্ষার দু'মাস আগে বই পাওয়া গেল কেন তা নিয়েও। প্রথম থেকে বই নিয়ে খুব ভুগতে হয়েছে। পাল্টা সভাপতি বললেন, 'পড়ুয়াদের বই পেতে অসুবিধা হলে কাউন্সিলের অফিসে চলে আসবেন। এখানে একটা বইয়ের স্টল রয়েছে। আমরা ওটাকে বুক মার্ট বলি। ওখানে সব সময় বই পেয়ে যাবেন।' এরপরেই পাশ থেকে আরও একজন অভিভাবক বলে ওঠেন, '২০২৫ সালের ব্যাচকেই সব ভুগতে হচ্ছে। ওএমআর শিটে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। আবার মেশিনে মূল্যায়ন হবে। তার মধ্যে চারটে সিমেস্টার। বই পেলাম এত দেরিতে। সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা, বই পাচ্ছি জুলাই মাসে। আমাদের ছেলেমেয়েদের সব ভুগতে হচ্ছে।' যার পাল্টা সংসদ সভাপতি বলেন, 'ভোগান্তি কেন বলছেন? এটা তো ভালো, নম্বর অনেক বেশি পাবে।'

সভাপতির দাবি, '১২ বছর পর পাঠ্যক্রমে বদল আনা হল। সমস্যা তো একটু হবেই। বই নিয়ে একটু সমস্যা হলেও, আমরা তো স্টাডি মেটেরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলেই তুলে দিয়েছিলাম। যা আগে কখনও হয়নি। এবার প্রথম।'

বালি পাচার মামলায় কলকাতার একাধিক স্থানে অভিযান ইডির

রিজেন্ট কলোনির বিমা সংস্থার এজেন্টের বাড়িতে হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বালি পাচার মামলায় রাজ্যের একাধিক স্থানে অভিযান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। সোমবার সকালে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ২০টিরও বেশি জায়গায় হঠাৎ-ই অভিযান চালান কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। কলকাতার বেহালা, রিজেন্ট পার্ক, বিধাননগর, কল্যাণীর মতো এলাকায় পৌঁছে যায় ইডির বিশেষ টিম। কেন্দ্রীয় তদন্তাকারী সংস্থার আধিকারিকদের নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীও সঙ্গে ছিল।

সূত্রের খবর, একাধিক স্থানে অভিযান চালানো হলেও, তদন্তকারীদের মূল 'টার্গেট' ছিলেন ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের শেখ জাহিরুল। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। এদিকে এর পাশাপাশি রিজেন্ট কলোনির রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থার এজেন্ট সঞ্জীব বয়েডের বাড়িতেও হানা দেন ইডির আধিকারিকেরা। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, সাধারণের কাছে তাঁর পরিচয় তিনি বিমা সংস্থার সাধারণ এজেন্ট। পাশাপাশি বিশেষ একটা অংশের কাছে তার পরিচয় হাওয়ালাকারী হিসাবে। কালো টাকা সাদা করা, হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাঠানোর মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই সকল বেআইনি পথেই গত দশ বছরে নিজের সম্পত্তির পরিমাণ বিপুল হারে বৃদ্ধি করেছেন, এমনও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ইডি অভিযানের সময় নিজের বাড়িতেই ছিলেন অভিযুক্ত সঞ্জীব বয়েড। ঘণ্টাখানেক তল্লাশির পর আপাতত ওই এজেন্টের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারী। উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু নথিপত্র। ইডি সূত্রে খবর, বালি পাচার ও কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি যে সব দাবি করেন, তার সঙ্গে ইডির কাছে থাকা নথিপ্রমাণের মিল নেই। তদন্তের অভিমুখ পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। অবশ্য, এই সঞ্জীব বয়েডের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের বালি 'ব্যবসায়ী' শেখ জাহিরুলের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। তবে অনুমান, জাহিরুলের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেই এই সঞ্জীবের হদিস পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সম্ভবত, জাহিরুলে কালো টাকা বিমাতেও বিনিয়োগ করতেন এই সঞ্জীব বয়েডই।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালে ঝাড়গ্রাম-সহ নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, এমনকী শহরের নানা জায়গায় তল্লাশি অভিযানে নামেন ইডির তদন্তকারী। বেহালার জেমস লং সরণিতে জিডি মাইনিং নামে এক সংস্থার অফিসে হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। এই সংস্থার আরও একটি অফিস রয়েছে সেক্টর-৫-এও। সেখানেও তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। কথা বলেন অফিসের কর্মী থেকে আধিকারিকদের সঙ্গেও। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, অভিযুক্ত জাহিরুল এই জিডি মাইনসের হয়েই কাজ করতেন বলে খবর।

খেজুরিতে দুই বিজেপি কর্মীর মৃত্যুতে তদন্তকারী আধিকারিকদের ভূমিকায় প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে জলসা দেখতে গিয়ে দুই বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দু'বার ভিন্ন কেন, তা নিয়ে আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়তে হল পুলিশকে। প্রসঙ্গত, ৩ সেপ্টেম্বর হওয়া মামলার শুনানিতে সতেরো জনের কল রেকর্ড চেয়ে পাঠায় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। সেই মামলার শুনানি ছিল সোমবার। আর এই ঘটনায় তদন্তকারী আধিকারিকের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ আরও জোরাল হল আদালতের। এদিকে সোমবার তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকের ফোনের কল ডিটেলস পরীক্ষা করে প্রাথমিক রিপোর্ট কোর্টে জমা দেয় পুলিশ। এই রিপোর্ট দেখে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বর রশিদির বেঞ্চ বিস্ময় প্রকাশ করতেও দেখা যায়। কারণ, ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকে পিএম-এর ঠিক আগে এবং পরে একাধিকবার ওই তদন্তকারী আধিকারিক ফোন করেন। এরপরই আদালতের পর্যবেক্ষণ, তদন্তকারী অফিসারের ভূমিকা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। পাশাপাশি এই প্রশ্নও ওঠে, কেন আইও ফোন করবেন চিকিৎসককে।

এদিকে সোমবার সিআইডি একমাত্র ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ও তদন্তকারী আধিকারিকদের মোবাইলের কল লিস্ট আদালতে দিয়ে জানায়, তাতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তবে, অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য শুনে বিচারপতি বসাক এই যুক্তির পিছনে কী তথ্য প্রমাণ আছে তা জানতে চান। এই প্রসঙ্গে এজি আদালতকে জানায়, এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও তথ্য নেই। এদিকে ওই চিকিৎসক জানান, তেমন কোনও কারণে ফোন করেননি ওই পুলিশ আধিকারিককে।

এজির সওয়াল শুনে আদালত এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে জানতে চান, কোনও তথ্য প্রমাণ না পাওয়া গেলে শুধু মুখের কথাতেই রাজ্য বলে দিচ্ছে যে সন্দেহজনক কিছু নেই? এরপরই রাজ্য আগামী সোমবার সেইসব নথি দেওয়ার জন্য সময় চায়। ফলে আগামী সোমবার ফের খেজুরি মামলার শুনানি।

তৃণমূলকে নিশানা শুভেন্দুর

■ সোমবার ফের তৃণমূল সরকারকে শিল্পবিরোধী বলে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি লেখেন, এগিয়ে বাংলা, তৃণমূলের নীতি হল শিল্প কারখানায় হামলা। শুভেন্দুর অভিযোগ, রাজ্যে যতটুকু শিল্প ও কল-কারখানা টিকে আছে, এই সরকার তারও 'শ্রাদ্ধ-সৎকার না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না।' উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন কোলাঘাটের রামকো সিমেন্ট কারখানার বন্ধ হয়ে যাওয়া। তাঁর বক্তব্য, সকাল থেকে এই কারখানা বন্ধ। এতে তৃণমূল সরকারের গাফিলতি এবং জনবিরোধী নীতি ফের প্রকাশ্যে এসেছে। বিরোধী দলনেতা তৃণমূল সরকারের শিল্পনীতি নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি তখনই বদলাবে, যখন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসবে।

প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক সঙ্কর্ষণ ঠাকুর

■ জীবনাবসান হল বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দ্যা টেলিগ্রাফের এডিটর শংকরশান ঠাকুরের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩। তাঁর প্রয়াণে কলকাতা প্রেস ক্লাব গভীরভাবে শোকাহত।

প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক জনার্দন ঠাকুরের ছেলে ছিলেন শংকরশান ঠাকুর। শংকরশান নিজের সাংবাদিকতার জীবন শুরু করেছিলেন সানডে ম্যাগাজিন দিয়ে। কিন্তু, তিনি তাঁর কর্মজীবনের সিংহভাগ কাটিয়েছেন টেলিগ্রাফে। এছাড়া তিনি 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ও 'তাহেলকা' সংবাদপত্রেও কাজ করেন। বিশেষত, সাংবাদিকতা জ্ঞান ও অনবদ্য রিপোর্টিংয়ের জন্য বহুল চর্চিত ছিলেন। তিনি প্রেম ভাটিয়া ও আপ্পান মেনন সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন।

ব্যারাকপুর পুরসভার অদূরে বিটি রোডে গুলি-কাণ্ডে ধৃত ৩

লাটবাগানে পুলিশের আলমারি থেকে অস্ত্র-গুলি বেরোয়: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার গভীর রাতে ব্যারাকপুর পুরসভার অদূরে বিটি রোডের ওপরে শূন্যে তিন রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। যদিও ঘটনাস্থলের কাছে রয়েছে লাটবাগান পুলিশ কমিশনারের অফিস এবং বিএন বসু হাসপাতাল। তবুও সুরক্ষা বলয়ে থাকা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কি করে গুলি চলল, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। তবে টিটাগড় থানার ডিউটিরত পুলিশ ধাওয়া করে টিটাগড় টাটা গেটের কাছে গাড়িটিকে আটকায়। সেই গাড়ি থেকে পুলিশ তিন যুবককে পাকড়াও করেছে। ধৃত আরমান আনসারি, শাহবাজ আনসারি এবং বিশ্বজিৎ তেওয়ারি খড়দার বাসিন্দা। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। সেইসঙ্গে একটি গাড়িও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। কি কারণে ধৃতরা গুলি চালাল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। কোথা থেকে অস্ত্র পেল, ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, আইনের ছাত্র আরমান আনসারি গুলি চালিয়েছে। টিটাগড়ে গুলির ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এখন সমস্ত দুষ্কৃতীকে কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের নিরাপত্তায় এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর দাবি, লাটবাগানে পুলিশের আলমারি থেকে অস্ত্র-গুলি বেরোয়। বামআমলে পুলিশের অস্ত্র সিপিএম নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল নন্দীগ্রামে আন্দোলন দমন করতে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং আরও বলেন, টিটাগড়ে তৃণমূল কাউন্সিলর আরমান মণ্ডলের ফ্ল্যাটে বোমা বিস্ফোরণ

হয়েছিল। ১৫ দিনের মধ্যে সেই কাউন্সিলর জামিন পেয়ে গেল। তাঁর দাবি, লাটবাগানের কাছে গুলি কাণ্ডে যারা ধরা পড়েছে তাঁরা ১০-১২ দিনের মধ্যে জামিন পেয়ে যাবে। তাঁর পরামর্শ, যারা অস্ত্র নিয়ে ধরা পড়ছে তাদের চার্জশিট দিয়ে ট্রায়াল করালে জামিন হবে না। উল্টে তাদের সাজা হবে। কিন্তু চার্জশিট দিয়ে ট্রায়াল করাতে গেলেই পুলিশের ট্রান্সফার হয়ে যাবে। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল গুন্ডাদের পাকড়াও করলে পুলিশ কমিশনারের ট্রান্সফার হয়ে যাবে। কারণ, নির্বাচনের সময় মমতা ব্যানার্জি গুন্ডাদের দিয়ে বুথ দখল করান। অপরদিকে ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, পুলিশ অভিযুক্ত তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ওরা কয়েকদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। পুরপ্রধান বলেন, যারা জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে। তাদের ওপর পুলিশের নজরদারি বাড়ানো দরকার।

শওকতের বিরুদ্ধে মামলা নওশাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে ভাঙড়ের নাম সংবাদ শিরোনামে। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি, তাঁর দাদা পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ছেন শওকত। আর এই প্রসঙ্গেই এবার বিস্ফোরক দাবি বিধায়ক নওশাদের। তিনি দাবি করলেন, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের বিধায়ক শওকত মোল্লা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার অফার দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মন্ত্রিত্ব দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয় শাসকদলের পক্ষ থেকে। সোমবার ব্যাংকশাল আদালতে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন আইএসএফ বিধায়ক। পাশাপাশি নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, 'শওকত মোল্লা তাঁর বক্তব্যের এক জায়গায় বলেছেন, আমি নাকি বিজেপির কাছ থেকে ৩০ কোটি টাকা নিয়েছি। এই মর্মে আমার নামে মিথ্যাচার করছেন। পাবলিক ডোমেনে আমার সম্মানহানি করছেন। আমি তো শওকত মোল্লার এই কথার উত্তর তো ওঁনার ভাষায় দিতে পারি না।

তৃণমূলের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ যেন পশ্চিম বাংলাদেশ: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের নানা ইস্যুতে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মালদায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। শমীকবাবু বলেন, রবীন্দ্রনাথের মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সরকার রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়াচ্ছে; এটা অত্যন্ত ধিক্কারজনক। বাংলাদেশের জেহাদি ভাবনার প্রতিচ্ছবি দেখা গেল মালদায়। যারা রবীন্দ্রনাথকে কাফের মনে করে তারাই আজ ক্ষমতায়।

তিনি সতর্ক করে বলেন, আজ রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানো হচ্ছে, কাল শরৎচন্দ্র বা সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে আগুন লাগবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তৃণমূল সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ কার্যত পশ্চিমবাংলাদেশ হয়ে গেছে। শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকার ইচ্ছে করে ভাষার বিভাজন তৈরি করছে, হিন্দিভাষীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছে এবং রাজ্যের সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করছে। তিনি বলেন, এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ নয়, গোটা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সঙ্গে আপোষ। পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিক ও কর্মীদের জীবনকেও অনিশ্চিত করেছে এই সরকার। তিনি বিজেপির পক্ষ থেকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের ডাক দিয়ে বলেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষকে এমনকী যারা আমাদের বিরোধিতা করেন; তাদেরও আহ্বান জানাই যেন এই ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে একসঙ্গে প্রতিবাদে নামেন।

বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ মহিলাদের ধর্মান্তরের উদাহরণ টেনে তিনি সতর্ক করেন, আজ যা বাংলাদেশে হচ্ছে, কাল তা কলকাতা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়ায় হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, যে যার মতো ধর্ম পালন করুন, কিন্তু বাংলার অসম্মান হতে দেব না। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সমার্থক; তাঁর অসম্মান আমরা কখনোই মেনে নেব না।

পদ্মার উপহার পুজোয়, রাজ্যে আসছে ইলিশের স্রোত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর আগেই বাঙালির রসনায় লাগছে ইলিশের স্বাদ। পদ্মার রূপোলি শস্য ফের ঢুকছে রাজ্যের বাজারে। প্রতিবছরের মতো এ বছরও ভারতীয় ক্রেতাদের জন্য ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিল বাংলাদেশ সরকার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখা সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, ২০২৫ সালে মোট ১, ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ শর্তসাপেক্ষে ভারতে রপ্তানি হবে।

রপ্তানিকারকদের আগামী ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে হার্ড কপিতে আবেদন জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে থাকতে হবে হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর ও ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিক্রয় চুক্তিপত্র এবং মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্স। প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১২.৫ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যারা ইতিমধ্যেই আহ্বান ছাড়াই আবেদন করেছেন, তাদেরও নতুন করে আবেদন জমা দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে।

এবারে ৭০০-১২০০ গ্রামের ইলিশ বাজারে আসবে। যদিও ১,২০০ মেট্রিক টন রপ্তানির অনুমতি মিলেছে, কতটা আনা সম্ভব হবে তা নিশ্চিত নয়। গতবার ২,৪২০ মেট্রিক টনের মধ্যে মাত্র ৫৭৭ মেট্রিক টন আনা গিয়েছিল। যেহেতু এটি কাঁচা মাছ, বেশি সময় পেলে

দাম শুরু ১৫০০ টাকা কেজি

সুবিধা হবে। আমরা চাই অনুমোদিত কোটা পুরোপুরি আনতে দেওয়া হোক। তিনি জানান, বাজারে শুরুতে কেজি প্রতি দাম হবে প্রায় ১,৫০০-১,৬০০ টাকা। পরে দাম কিছুটা কমতে পারে। দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো, ভাইফোঁটা পর্যন্ত রাজ্যের বাজারে ইলিশের সরবরাহ থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে হাওড়া মাছ বাজার তথা ফিশ ইমপোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, এই বছর আমাদের ১১ তারিখে জানানো হবে ঠিক কবে থেকে অনুমতি কার্যকর হবে। সোমবার থেকেই চালান আসা শুরু হবে।

হরিদেবপুরে গণধর্ষণের শিকার নির্যাতিতা

মেডিকো লিগ্যাল পরীক্ষার আবেদন জানাবে পুলিশ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হরিদেবপুরে গণধর্ষণেরই শিকার তরুণী। নির্যাতিতার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর এমনই তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে নির্যাতিতার মেডিকো লিগ্যাল পরীক্ষা করানোর জন্য এবার আদালতের আবেদন করবে পুলিশ।

পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, গত শুক্রবার হরিদেবপুরের মালঞ্চ সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকায় এক বন্ধুর ফ্ল্যাটের জন্মদিনের পার্টিতে যান ওই তরুণী। সেখানেই দুই বন্ধু মিলে তাঁকে গণধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। এরপর শনিবার হরিদেবপুর থানায় অভিযোগ জানান নির্যাতিতা। অভিযোগ পাওয়ার পরই তরুণীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করায় পুলিশ। প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকের উপস্থিতিতেই হয় মেডিক্যাল পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় তরুণীর যৌনাঙ্গে যে ধরনের ঘর্ষণের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তাতে বিশেষজ্ঞরা প্রাথমিক ভাবে ধর্ষণেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে মেডিকো লিগ্যাল পরীক্ষা করানোর জন্য আদালতে আবেদন করা হচ্ছে। মেডিকো লিগ্যাল পরীক্ষায় যৌনাঙ্গ থেকে দেহ রস সংগ্রহ করে ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হবে এবং ডিএনএ প্রোফাইলের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

অন্যদিকে, তরুণীর গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করতে চাইছে পুলিশ। আলিপুর আদালতে আবেদন করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তাদের ধরনায় সমস্যা নেই, জানাল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তাদের ধরনায় সমস্যা নেই, জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি মেয়ো রোডে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসার জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানান বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা। সোমবার সেই মামলাই ওঠে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে। চলে শুনানি। শুনানি শেষে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বিচারপতি জানান, আন্দোলনকারীদের ধরনায় কোনও অসুবিধা নেই। এদিকে আবার রাজ্যের তরফেও জানানো হয়, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তাদের অবস্থান প্রতিবাদে তাদের দিক থেকেও কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তারা মঙ্গলবার জানাবে। এই মামলায় এখনও চূড়ান্ত রায় দেয়নি আদালতও। আন্দোলনকারীরা সেনার অনুমোদন পেয়েছেন।

সম্পাদকীয়

আশঙ্কার মুখে এবার ভারতে মার্কিন সংস্থাগুলির আউটসোর্সিং

ফের আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনাচ্ছে ভারতের আকাশে। সৌজন্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। ভারতকে আরও একটু 'টাইট' দিতে এবার তাঁদের নজরে ভারতে আউটসোর্সিং করা মার্কিন আইটি সংস্থাগুলি। এই ব্যবস্থা বন্ধে উদ্যোগী হতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রশাসনের অন্দরে নাকি শুরুও হয়ে গিয়েছে তৎপরতা। এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে একটি শব্দও অবশ্য খরচ করেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ সে দেশের দক্ষিণপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত লরা লুমের এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন। তারপরই ভারত জুড়ে এই নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। লুমের লিখেছেন, মার্কিন সংস্থাগুলির ভারতে আউটসোর্সিং বন্ধ করার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করছেন ট্রাম্প। ঘুরিয়ে বললে, ইংরেজিতে কথা বলার জন্য আর ২ নং সুইচ টিপতে হবে না। কল সেন্টারগুলিকে আমেরিকার মাটিতেই গড়ে তোলা হোক। এদিন আউটসোর্সিং ব্যবস্থাকেও তীব্র কটাক্ষ করেছেন লুমের। অন্য একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ইংরেজি ভাষাই জানে না এমন লোকেদের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলার জন্য ২ নম্বর বোতাম টিপতে হত এতদিন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাত ধরে সেই দিন শেষ হতে চলেছে। এটা খুবই আনন্দের বিষয়। এখানে মনে রাখা দরকার, মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির কাস্টমার কেয়ার সার্ভিসের অনেকটাই ভারতীয় কোম্পানিগুলি করে। এতে খরচও অনেক কম। ২৪ ঘন্টা পরিষেবাও মেলে। ভারতীয় সংস্থাগুলিও মার্কিন গ্রাহকদের জন্য কর্মীদের আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেয়। ট্রাম্প এখন সেই পরিষেবা বন্ধ করতে চাইছেন, এমনই দাবি করেছেন লুমের। তবে লুমেরের এই দাবির সত্যতা নিয়ে কিছু জানা যায়নি। তবে লুমেরের এই পোস্টে ভারতে তুমুল অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কারণ, এ দেশে এই সেক্টরে প্রায় কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান রয়েছে। বিশেষ করে দেশের যুবসমাজের এক বিরাট অংশ এই বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও-তে নিযুক্ত। ফলে পরিস্থিতি এখন কোন দিকে মোড় নেয় সেদিকেই তাকিয়ে এ দেশের কয়েক কোটি পরিবার।

শব্দবাণ-৩৮৩

শুভজ্যোতি রায়

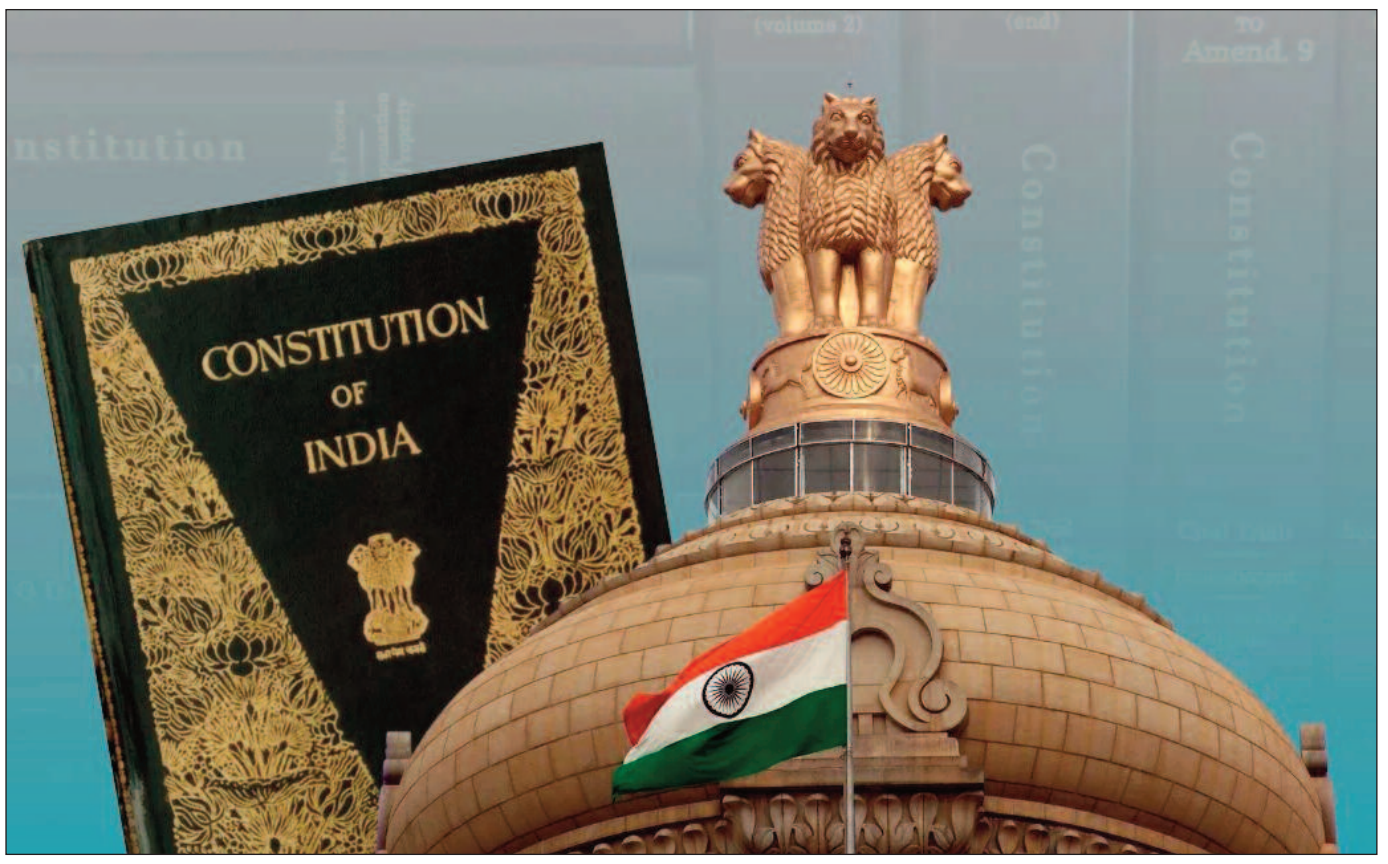

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বিস্বাদ ৩. নিশ্চয়, অবশ্যই ৫. মেকি ৬. খাওয়া ক্ষতিকর ৭. পরিষ্কৃত, মুক্ত ৯. অনুভূতি ১১. মোটা লাঠি ১২. পরমেশ্বর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. এঁটে বাঁধা ২. মেজ ৩. জড়ের ভাব,জাড্য ৪. ধোপা ৭. সন্তুষ্ট, খুশি ৮. শেষ, খতম ৯. রোদ ১০. শিব ও দুর্গার জ্যেষ্ঠপুত্র।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৮২

পাশাপাশি: ২. খেয়ালখুশি ৩. নাটেরগুরু ৬. চরিত্রহীন ৭. এয়ারমেল।

উপর-নীচ: ১. জমাখরচ ২. খেলনাপত্র ৪. রন্ধনশালা ৫. রুচিশীলতা।

জন্মদিন

আজকের দিন

অক্ষয় কুমার

১৮৭২ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সরলা দেবী চৌধুরানির জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অক্ষয় কুমারের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট শিল্পপতি গৌতম সিংহানিয়ার জন্মদিন।*

যুগ সরণিতে দেশীয় সংবিধান সততই অচলায়তন ?

সুবীর পাল

সংবিধান হলো আধুনিক বিশ্বে একটি দেশের আত্ম-দর্শনের এক শপথের দলিল। ভারতের সংবিধান যে একই ঐতিহ্যের ধারাবাহিক পরম্পরা। তবু সময় বড়ই আগুয়ান। পরিবর্তনের অবিচ্ছেদ্য সাথী। আর এই চলমান স্রোতে অতীত রচিত আমাদের সংবিধান কতটা পুঙ্খানুপুঙ্খ কালজয়ী, তা নিয়েই তো দেশীয় স্তরে অবাধ প্রশ্নের ছড়াছড়ি।

গণতান্ত্রিক দেশে প্রজাতান্ত্রিক ভারতের পবিত্রতম গাঁটছড়ার মঙ্গলসূত্র হলো আমাদের অন্তরাত্মার সংবিধান। এ হেন জনগণ সংবিধান আক্ষরিক অর্থেই বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহানের এক দেশজ স্বভিমানের মহান স্বীকৃত মঙ্গলকাব্য।

১৯৪৭ সাল ১৫ আগস্ট। দুশো বছরের ব্রিটিশ ভারত সেই মধ্য রাতে বিশ্বের কাছে নতুন পরিচয়ে উন্মেষিত হলো ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে। তীব্র আকাঙ্খিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির সোনালি গ্রন্থিতে। এরপরেই হন্যে হয়ে খুঁজে নেওয়ার পালা, দেশীয় পরিকাঠামোয় গণবিচিত্র সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে বৈচিত্র্যময় একাত্মতার সন্ধিতে প্রজাতান্ত্রিক গ্রন্থির মহান মহাকাব্য 'সংবিধান'কে। অবশেষে হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে উদিত হলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি। ভারতীয় আইনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাবিত সংবিধান। সেটি অবশ্য দেশের নাগরিকদের উৎসর্গে প্রথমবারের মতো লাগু করা হয় ঠিক দুই দিন পর ২৬ জানুয়ারি। পালিত হলো সেদিন সর্বপ্রথম দেশের নস্টালজিক প্রজাতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র দিবস। ফলে সারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ওই দিন থেকে সুচনা হয়েছিল কিংবদন্তি সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ইচ্ছা অনুসারে প্রথম সংবিধানের কপিটি ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। দেশজ প্রাচীন পুঁথির ছায়ায় সেটি লেখা হয়েছিল হস্তাক্ষরে। লিখেছিলেন তদানীন্তন প্রথিতযশা ক্যালিগ্রাফার প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদা। এই ক্যালিগ্রাফি শিল্পী সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে এই পবিত্র ব্রত সম্পন্ন করেছিলেন। ইটালিক হলফে লিখেছিলেন। ৪৩২টি কলমের নিব ব্যবহার করেন। যার মধ্যে ৩০৩টি ক্যালিগ্রাফি নিব আনানো হয়েছিল ব্রিটেন ও চেকোস্লোভাকিয়া থেকে। ২৫১টি পাতা পার্চমেন্ট কাগজের উপর লেখা হয়। যার ওজন ছিল তিন কেজি ৭৫০ গ্রাম। আটটি তফশিল এবং প্রস্তাবণা সহ ৩৯৫টি ধারা উল্লেখ ছিল তাতে। পুরোপুরি নির্ভুলভাবে সংবিধানটি লিখতে তিনি সময় নিয়েছিলেন ছয় মাস। তবে এই মূল সংবিধানের হিন্দি সংস্করণটি তৈরি করেন বসন্তকৃষাণ বৈদ্য।

সংবিধান কি শুধু লেখ্য শিল্পেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা তো হতে পারে না। তাই সংবিধানের ছবি আঁকবে কে? ডাক পড়লো কালজয়ী চিত্রকর নন্দদুলাল বসুর। মূল সংবিধানের পাতায় পাতায় তিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর তুলির আঁচড়ে অপার শিল্পরূপ। ভারতের সনাতন রূপে ও বর্ণছটায় রঙিন হয়ে পাতার পর পাতা। মোট ২২টি ছবিতে মূর্ত হয়ে ওঠে ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শৈল্পিক মগ্নতা। প্রকৃত সনাতনী ভারতবর্ষকে তিনি চিত্রিত করেছিলেন প্রাকৃতিক রঙের ঋষি সাধনায়। অন্যদিকে ভারতের সংবিধানের জনক ছিলেন ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। তিনি ছিলেন দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। সংবিধান প্রণয়ণ খসরা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনিই ছিলেন এর মূল রচনার খসরা তৈরির প্রধানতম স্থপতি। ভারতবর্ষকে তাঁর এই রচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক ও ন্যায়তান্ত্রিক এই ত্রিধারাকে প্রকৃতই ত্রিবেণী সঙ্গমে অন্তর্ভুক্তি করিয়ে ছিলেন যথার্থ নিরপেক্ষ বিচক্ষণ মুন্সীয়ানায়। ওই সংবিধান প্রণয়ণ খসরা কমিটিতে ছিলেন আরও ছয়জন সদস্য। যথাক্রমে তাঁরা হলেন এন. গোপালস্বামী, আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াস, কে এম মুন্সি, সাইজো মোলা সাদুল্লা, ডিপি খৈতান এবং এন. মাধব রাও।

এত গেল ভারত কলবরের পরমাত্মার অনির্বাণ আলোকবর্তিকা সম সংবিধান সৃষ্টির এক সংক্ষিপ্ত উপকথা। কিন্তু মহাকালের ঘড়ির কাঁটা যে বড্ড অবাধ্য। কিছুতেই থামতে শেখেনি সে। চিরচঞ্চল সময় তাই ভারত ভূখন্ডের কোনারকের ছায়ালগ্ন ক্রমেই পেড়িয়ে চলেছে এক ক্লান্তিহীন অভিযাত্রার। জয় জওয়ান জয় কিষাণ থেকে মেরা ভারত মহানের স্বপ্নঘোরে। মেক ইন ইন্ডিয়া হতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগের অভিমুখে। সেই ১৯৫০ সাল থেকে ২০২৫ সালের কোনি ফাইট ফাইট শপথে। ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস অতিক্রমের এক অন্তর্দেশীয় সোনালী যাত্রাপথে গুটি গুটি পদযাত্রায়। সুতরাং অনিবার্য ভাবেই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সংবিধানের ভাবধারাতেও বিবর্তণ আবশ্যক হয়ে ওঠেই। এটাই তো অগ্রগতির অঘোম দস্তুর। তারই সূত্র ধরে আমাদের দেশে ২০২৫ সালের অগাস্ট মাস পর্যন্ত এযাবৎ ১০৬ বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো সংশোধনীটি আনা হয় ১৯৫১ সালের ১৮ জুন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর শাসনকালে। দেশব্যাপী জমি আইনে প্রান্তিক পর্যায়ের বিকেন্দ্রীকরণ ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভায় ভূমি সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনকে চূড়ান্ত ক্ষমতাদান প্রসঙ্গে। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ৪১ তম সংশোধন করা হয়। যা এককথায় বিশ্বের দরবারে ঐতিহাসিক পরিবর্তন হিসেবে সূচিত হয়ে রয়েছে। প্রকারান্তরে এই সংশোধনীকে বলা হয় ভারতের ক্ষুদ্র সংবিধান। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ভারত সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে একটা পৃথক স্থান অধিকার করে নেয়।

> মূল সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী তিন ধরণের প্রক্রিয়ায় সংশোধনী আনা যায়। প্রথমতঃ সংসদের উভয় কক্ষে সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে এই সংশোধনী পাশ করানো যায়। ধ্বনি ভোট বা সরাসরি ভোটাভুটির দ্বারা। এছাড়া সংবিধানের ৩৬৮ ধারা অনুসারে ভিন্ন দুই পদ্ধতিতেও সংশোধনী বাস্তবায়িত করা সম্ভব। তবে কোনও রাজ্য বিধানসভায় সংবিধান সংশোধন করা আদৌ সম্ভবপর নয়। সর্বশেষ যে ১০৬ নম্বর সংশোধনীটি আনা হয়েছে তা দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে। ২০২৩ সালের নারী সংরক্ষণ বিল অনুসারে ২৩৯এএ অনুচ্ছেদে এই বাস্তবায়ন ঘটানো হয়। সেই বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় সেটি। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিশেষ করে দিল্লি বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়।

মূল সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী তিন ধরণের প্রক্রিয়ায় সংশোধনী আনা যায়। প্রথমতঃ সংসদের উভয় কক্ষে সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে এই সংশোধনী পাশ করানো যায়। ধ্বনি ভোট বা সরাসরি ভোটাভুটির দ্বারা। এছাড়া সংবিধানের ৩৬৮ ধারা অনুসারে ভিন্ন দুই পদ্ধতিতেও সংশোধনী বাস্তবায়িত করা সম্ভব। তবে কোনও রাজ্য বিধানসভায় সংবিধান সংশোধন করা আদৌ সম্ভবপর নয়। সর্বশেষ যে ১০৬ নম্বর সংশোধনীটি আনা হয়েছে তা দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে। ২০২৩ সালের নারী সংরক্ষণ বিল অনুসারে ২৩৯এএ অনুচ্ছেদে এই বাস্তবায়ন ঘটানো হয়। সেই বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় সেটি। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিশেষ করে দিল্লি বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়।

সংবিধান যদি আমাদের স্বাধীনোত্তর দেশের এক চিরজ্ঞ ন্নী স্বভিমানী সিন্দুকে সযত্নে গচ্ছিত রাখা স্থায়ী যক্ষের বৈদুর্য ধন ধরা হয় তবে তার সংশোধনী হলো চলমান অরন্যদেবের প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রত্যয়ের একই সংস্কারজাত ভাবধারার বংশধারা। পার্লামেন্টের পুরোনো ভবণ ছেড়ে সংবিধান বর্তমানে পাড়ি জমিয়েছে ভারতীয় নতুন সংসদ ইমারত সেন্ট্রাল ভিস্তাতে। ২০২৩ সালের ২৮ মে থেকে। প্রশাসনের নতুনতর রাজদণ্ডকে সাক্ষী রেখে। সেখানকার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে হিলিয়ামে ভরা এক সুসজ্জিত বাক্সের অভ্যন্তরে। এ হেন ঐতিহ্যমন্ডিত ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে দেশের নাগরিকদের একাংশের মনে উঠে আসে নানা সংশয়। বিবিধ প্রশ্ন। দেশের মধ্যেই নানা প্রান্তে উঠে আসে এক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিধা। আমাদের সংবিধানের সরাসরি ছত্রছায়ায় আজকের দিনে এসে আমরা কতটা সুরক্ষিত? প্রকৃতই এটা এখন কতটা আমজনতার প্রত্যাশা পূরণে সার্থক? সত্যিই কি সময়ের গতিময়তাকে মান্যতা দিয়ে সংবিধান নতুন করে রচনার সময় এসে গেছে। নাকি চলন্ত গাড়ির চাকার টিউবে লিক্ সারানোর মতো শুধু সংশোধনী পট্টি দিয়ে যেতে হবে? ১০৬ বার তো গ্যাটিস দেওয়া হলো। সংবিধান চালু হবার পরের বছরেই তো শুরু সংশোধনী প্রক্রিয়া। চলতি বছরেও তার ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

সংসদ কক্ষে যাঁরা সংশোধনীর পক্ষে বিপক্ষে ভোট দেন আজ তাঁরাই তো সংবিধান স্বীকৃত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান একদম খুল্লামখুল্লা জনসমক্ষে। কি ট্রেজারি বেঞ্চের কি বিপক্ষ আসনের। দলবদলের আইন বাঁচিয়ে বহাল তবিয়তে অনেক সাংসদ ও বিধায়ক তো নির্লজ্জ ভাবে অন্য রাজনৈতিক দলের পতাকা হাতে বহণ করতেও দ্বিধা বোধও করেন না। মুখে তাঁদের এক ডায়লগ, মানুষের সেবা করতে চান। যেমনটি আবার লজ্জা বোধ করেন না কোনও কোনও রাজ্যের খোদ মুখ্যমন্ত্রী সাংবিধানিক আসনে বসে ব-কলমে সংবিধানের কোনও সংশোধনকে মানবেন না বলে জনসমক্ষে ব্যক্তিগত হুমকি দিতে। দেশের সংবিধান থাকতে কিসের এত এত এত অপরাধ তত্ত্বের লাগামছাড়া অবক্ষয়? কেন আইন প্রণেতারা আজ অনেকেই বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছেন আইনভঙ্গকারী হিসেবে? কেন বহু আইন রক্ষাকারীরা আজও জেলমুখী? সংবিধানের কি কোনও সংস্থানই নেই এসব অধঃপতন রুখে দেবার। কি দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েই চলেছে ক্রমশঃ, একবারও কি তা পর্যালোচনা করার সময় হয়নি আমাদের এখনও পর্যন্ত? পুরাতনী সংবিধান কি শুধুই হিলিয়ামের আকরে থাকা এক সনাতনী শো-পিস হয়েই রয়ে যাবে যুগ যুগ ধরে। ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে। কল্কি অরাজকতায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের স্থবির ভূমিকায়।

অগত্যা কিইবা আর আমাদের করার আছে? আমরা যে হাজার হলেও আমআদমি না? আমাদের দেশের গণদেবতার তোলা কণ্ঠস্বর কেইবা আর মূল্য দিতে চায়। হতেই পারে আমাদের দেশের এটাই আবালবৃদ্ধবনিতার চিরাচরিত অভ্যাসের মেনে নেওয়া। কিন্তু আগামী যুগ অভিমুখী আবাধ্য সময় তো মেনে নেওয়ার বান্দা মোটেও নয়। সে যে পরিবর্তিত যুগের প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তনের চলচঞ্চল অগ্রগতির ডাক হরকরা। সুতরাং তার বিলি করা কালের লেফাফায় থেকেই যায় কিছু প্রশ্নের ইস্তেহার। আমাদের তিনি বৃদ্ধ হলেন সংবিধান প্রকৃত কালের রূপরেখায় সত্যিই কি নবজন্মের সরণিতে অপেক্ষারত? পরিশেষে একটা কালজয়ী জীবনমুখী গানই না হয় গেয়ে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করা যাক, প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তর তো জানা।

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ইতিহাস

সুবল সরদার

আমি এখন 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি' নামক গল্পের দেশে। মুলুক রাজ আনন্দের লেখা ঠন্দ্রদ্র ত্তুখডত্রন্খ:ত্ম খ ত্নন্তত্ম ' গল্পের মর্ম গাঁথার দেশ, হিমালয়ের পাদদেশে জলপাইগুড়ি! এখানে কলিকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ। জলপাইগুড়ি আমার কাছে বৃষ্টি ,ভেজা আরণ্যক জীবন। মনে হতো রূপকথার মহাকাব্যিকতা যেখানে রূপকথা নিয়ে সন্ধ্যা নামে নির্জনতায় কিন্তু গতকাল ভোরে অর্থাৎ ৯ ই আগষ্ট তিস্তা তোর্সা মেল থেকে জলপাইগুড়ি রোডে নেমে গাড়িতে করে চলতে চলতে আমার রোমান্টিকতা উধাও হয়ে যায়। কাব্যকথা যেন দুঃখে গাঁথা। রূপকথা হারিয়ে যায় উপকথার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে । তার উপকথা এখন উপেক্ষিত। এখানে বিভূতিভূষণের আরণ্যক জীবন খোঁজ অনর্থক। সবুজ ঢেকে আছে চারদিকে হাইরাইজ বিল্ডিংয়ে। এখানে নির্জনতার নাভিশ্বাস ওঠে গাড়ির গরম ধোঁয়ায়। নীলিমা জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। উন্নয়ন এখানে গর্বিত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাথা উঁচু করে সভ্যতার কালো চাদরে ঢেকে। শান্ত, সুন্দর ধ্যানমগ্ন জীবন কে এক দস্যু তার ধ্যান ভঙ্গ করে দেয় । বড় বড় হাইরোড়। কলকাতার মতো লম্বা গাড়ির সরণী হুস হুস শব্দ করে দ্রুত গতিতে পাশ হচ্ছে। মনে হচ্ছে এখানে নাগরিক জীবনের সুখ- দুঃখের কথা শেষে হয়ে গেছে গতিশীল জীবনের জোর অনুশীলনে। কলিকাতা থেকে জলপাইগুড়ি , প্রিন্সিপাল বেঞ্চ থেকে সার্কিট বেঞ্চের অ্যাডভেঞ্চারে কোথাও বিঘ্ন ঘটে। এক পক্ষ কালের জন্যে একটা আরণ্যক জীবন খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা।

এই সার্কিট বেঞ্চের ইতিহাস জানতে হলে আমাদেরকে পিছতে হবে ষাটের দশকে। তখন সার্কিট বেঞ্চ নিয়ে কোন টুঁ শব্দ ছিল না। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট বর্ষাকালে তিস্তার জলে ভাসে । তখন কোর্টে পা ফেলা খুব ঝুঁকি হয়। বিচারক থেকে শুরু করে স্টাফ, অ্যাডভোকেট, তাঁদের ল ক্লার্ক লিটিগেন্ট কোর্ট চত্বরে প্রবেশ করতে পারে না । তখন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ছিল ডি এম র বাংলোয়। এমন পরিস্থিতির অবসান চাইতে রাজ্য সরকার এবং হাইকোর্ট ঠিক করল ডি এম র বাংলো থেকে সরে যাবে রাজ বাড়িতে। রাজা ছিলেন মোশারফ হোসেন। রাজাহীন এই রাজবাড়ী ছিল রাজ্য সরকারের অধীনে। যখন এই কোর্ট সরানোর প্রস্তাব আসে তখন ওই কোর্টের আইনজীবীদের প্রতিবাদ শুরু হয়। একদিন রাতে যায় তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্টের নথি পত্র ট্রাক ভর্তি করে স্থানান্তকরণের চেষ্টা করছিল। এই খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই রাতের বেলায় কোর্টের সামনে তাঁরা জড়ো হয় । কোর্টের সামনে মঞ্চ বেঁধে প্রতিবাদ শুরু করেন। দিন রাত ধরে পাহারা দেন। এখানে জানিয়ে রাখি ওই প্রতিবাদ এতো তীব্রতর ছিল যে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ঘেরাও মুক্ত করতে। ফলে মাসের পর মাস কোর্ট বন্ধ হয়। মামলা হয় হাইকোর্টে। তৎকালীন বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য্য তৎকালীন ডি জি,ডিএম ,এসপি এবং ওখানের ওসির ব্যর্থতার দায়ে জেল হেফাজতের আদেশ দিয়েছিলেন। অবশেষে আন্দোলন স্তিমিত হয় এবং রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ওই আন্দোলন থেমে যায় না। আন্দোলনকারী আইনজীবীরা জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের দাবী জানায়। সময় আশির দশক। তৈরি হয় সার্কিট বেঞ্চ দাবী আদায় সমন্বয় কমিটি । প্রেসিডেন্ট ছিলেন অ্যাডভোকেট বিমল মোড় এবং বর্তমান জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ বারের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিমল ব্যানার্জী ছিলেন সেক্রেটারি। বর্তমানে ওই কমিটির তিনি প্রেসিডেন্ট এবং অ্যাডভোকেট অভিজিৎ সরকার সেক্রেটারি। কেন্দ্র থেকে একটা সবুজ সংকেত পাওয়া গেল যে জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ হতে পারে কারণ এতো দূর থেকে মক্কেলদের যাওয়া সম্ভব নয়, কলিকাতা হাইকোর্টে যাওয়া খরচা সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়। শিলিগুড়িবাসীদের দাবী তাদের ওখানে সার্কিট বেঞ্চ করতে হবে। কোথায় হবে তা নিয়ে চলে দীর্ঘ টানা পোড়েন। অশান্তির এক ভয়াবহ বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। অবশ্য একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল। জলপাইগুড়ি ভার্সেস শিলিগুড়ি। অবশেষে স্থির হয় জলপাইগুড়িতে হবে। যশোবন্ত কমিটির গাইডলাইন মেনে। শর্ত - ঐতিহ্যবাহী এবং পুরাতন, জনবহুল জনপথ এবং সদর হতে হবে। সেদিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলা সদর, জনবহুল, পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী। শিলিগুড়ি সদর নয়, জনবহুল জনপথ নয়, পুরাতন শহরও নয়। ১৯৬২ সালে যখন চাইনিজ আগ্‌্রাসন ঘটে সেসময় ভারত সরকার শিলিগুড়ি করিডরে দিকে লক্ষ্য দেয় এবং উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি হয়। এই সমস্ত কারণ দেখিয়ে শিলিগুড়িতে না হয়ে জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ তৈরির প্রস্তাব পাস হয়। তারপর এই কোর্ট তৈরি হয়। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ চালু হয় ২০১৯ সাল থেকে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিপঙ্ এবং কুচবিহার নিয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের জোন। তারপরও তবু কিন্তু থেকে যায় । ওই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের কমিটির এখনও দাবী আছে। তারা দাবী করে স্থায়ী বিচার ব্যবস্থার যেমন হাইকোর্টের প্রিন্সিপাল বেঞ্চে হয়। তাঁরা খুব আশাবাদী এমনটা শোনা যায় কমলবাবুর মুখ থেকে। তাঁদের দাবী বেঞ্চের জোন আরো বড় চাই। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলাগুলি সার্কিট বেঞ্চের মধ্যে দিতে হবে বলে দাবী করছেন।

এখন সার্কিট সরে যাবে পাহাড়পুরে । এটা খুব দূর নয়। ১২ই জুলাই ২০২৫ এ উদ্বোধনের কথা ছিল কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় কারণ জানা যায় না। সেখানে সার্কিট বেঞ্চ তৈরি, বিচারপতিদের আবাসন থেকে স্টাফ কোয়ার্টারস র কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। গোশালা থেকে একটা চওড়া রাস্তা তৈরি হচ্ছে সোজা পাহাড়পুর সার্কিট বেঞ্চের জন্যে। ওই রাস্তা শুধু মাত্র খোলা থাকবে বিচারপতি, অ্যাডভোকেট এবং স্টাফদের জন্যে।

পাহাড়পুর সার্কিট বেঞ্চ একবারে হাইকোর্টের আদলে তৈরি হয়েছে। ব্রিটিশদের অন্ধ অনুকরণ মনে পীড়া দেয়। সামনে একেবারে বিল্ডিংয়ের মাথার উপর গম্বুজ আকৃতি চার্চের মতো যেমনটা হাইকোর্টের প্রিন্সিপাল বেঞ্চে আছে। ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পতে তৈরি হলে ভালো লাগত।

তিস্তা যদি জলপাইগুড়ির ব্যান্ডআম্বাসাডর হয়, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ হবে গর্ব এবং ঐতিহ্যের প্রতীক হবে।

ইতিহাসের হাত ধরে কেমন ইতিহাস তৈরী হয়! জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ এগিয়ে চলেছে ইতিহাসের পথ ধরে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বালি পাচারের ঘটনায় ঝাড়গ্রামের একাধিক জায়গায় ইডির তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে সোমবার গোপীবল্লভপুরের নয়াবাসনে শেখ জাহিরুল আলির বাড়িতে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এদিন ভোরবেলা সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত তাঁর তিনতলা বাড়ি ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। অভিযোগ, বালি ব্যবসায়ী জাহিরুল আলি সুবর্ণরেখা নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলন ও পাচারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অবৈধ বালি কারবারের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগ রয়েছে। তাঁর ব্যবসায়িক দিকগুলি খতিয়ে দেখতেই এই তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তদন্তকারী ইডি আধিকারিকরা তাঁর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে।

তথ্য অনুসারে, জাহিরুল আলি আগে সামান্য একজন সাইকেল মিস্ত্রির কাজ করতেন। পরে কিছুদিন ভিলেজ পুলিশে চাকরি করেন। বছর পাঁচেক আগে চাকরি ছেড়ে বালির ব্যবসায় যুক্ত হন। তাঁর নামে বালির খাদান রয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি পরিবেশের ক্ষতি করছেন, তাঁর বিরুদ্ধে এরকম বহু অভিযোগ জমা পড়েছিল। এছাড়াও এদিন বেলিয়াবেড়া থানার ভামাল এলাকার অমরজিৎ বেরা ও আসকনা এলাকার দুখিরাম বাগের বাড়িতেও ইডি অভিযান চালিয়েছে। গাড়ির চালক হিসেবে তাঁরা বালি পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত। নকল চালান অর্ডার ব্যবহার করে বালি পাচারের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে নয়াগ্রাম থানায় মামলা রয়েছে। সোমবার ভোর থেকে ইডি ৪, ৫টি টিম ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালায়। বালি পাচারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের হওয়ার পর এই অভিযান শুরু হয়েছে। এদিন সকালে গোপীবল্লভপুরে ঢোকার মুখে চক্রমুড়ি এলাকায় বালি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অনুরণ সেনাপতির অফিসে ইডি হানা দেয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা পুরো বাড়িটি ঘিরে ফেলে। ইডির তদন্তকারী দল বাড়ির ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং নথিপত্র খতিয়ে দেখেন। এদিন গোপীবল্লভপুরের ডোমপাড়া জিডি মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার অফিসেও তল্লাশি চালায় ইডি। তদন্তকারীরা নথি, হিসাব ও আর্থিক লেনদেন পরীক্ষা করেন। ইডির ম্যারাথন তল্লাশিতে এদিন কেউ গ্রেপ্তার না হলেও এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্তকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। স্থানীয়রা উদ্বিগ্ন হলেও তদন্তে সহযোগিতা করেছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

খানাকুলে তৃণমূল নেতার 'দাদাগিরি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের ওপর চড়াও হন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী। বাদ যাননি তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যও। পাল্টা এলাকাবাসীর প্রতিরোধে পিছু হঠেন তৃণমূলের বাহুবলী নেতা। এমনই ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক শোরগোল খানাকুলের পোল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। প্রধানের স্বামী তথা এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতার এই দাদাগিরিতে অস্বস্তিতে নেতারাও। নিন্দা জানিয়েছেন খোদ জেলা তৃণমূল সভাপতি।

জানা গেছে, খানাকুলের পোল ১ পঞ্চায়েতের সুলুট এলাকায় নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছে দিতে জল প্রকল্প (সাবমার্সেবল) তৈরি করা হচ্ছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ তোলেন, তাতে পঞ্চায়েত প্রধান সাবিনা বেগমের স্বামী হাফিজুর রহমান ওরফে খোকন কাটমানি খেয়ে এই কাজ করাচ্ছেন। অবিলম্বে কাজ বন্ধ করার দাবিতে সরব হন স্থানীয়রা। একইসঙ্গে গ্রামবাসীদের প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা যায় খানাকুলের পোল ১ পঞ্চায়েতেরই অন্য এক সদস্য রাখিবুল ইসলামকে। অভিযোগ, গ্রামবাসীদের ওপর চড়াও হওয়ার পাশাপাশি, তাঁকেও হাফিজুর আঙুল উঁচিয়ে হুমকি দেন। যদিও ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায় বলেন, 'আমি শুনেছি ঘটনাটি। এরকমটি মোটেই কাম্য নয়। আমি নিন্দা করছি। আমি খোঁজ নিচ্ছি। প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমাদের নেত্রী এসব মোটেই প্রশ্রয় দেয় না। দেবেনও না।'

পাণ্ডবেশ্বরে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: প্রবল বর্ষণে পাণ্ডবেশ্বর রেলগেট থেকে ফুলবাগান পর্যন্ত রাস্তা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহুবার উলটে গিয়েছিল একাধিক যাত্রীবাহী টোটো। সেই রাস্তার পুনর্নির্মাণের জন্য এবার তৎপর হলো প্রশাসন। পাণ্ডবেশ্বর ওভার ব্রিজের নীচে এসি বাস স্ট্যান্ড ও সৌন্দর্যায়নের জন্য জায়গা চিহ্নিতকরণ করা হলো। পিডব্লিউডি আধিকারিক-সহ সকল সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে পরিদর্শন ও আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন, পাণ্ডবেশ্বরের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বৃষ্টি হাজরা, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রেলের পক্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ার মনোজ কুমার সিং, পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ত কর্মধ্যক্ষ কিরীটি মুখার্জি-সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। এই প্রসঙ্গে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'বিগত ২৫ বছরে এধরনের বর্ষা শিল্পাঞ্চলে হয়নি। তাই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রত্যেকটি রাস্তার কাজ অতি শীঘ্রই চালু হবে এবং কিছু রাস্তা হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বর রেলগেট থেকে ফুলবাগান মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি মূলত রেলের এনওসি জটে আটকে ছিল। আজ রেলের আধিকারিককে নিয়ে খতিয়ে দেখলেন এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এনওসি পেয়ে গেলেই অতি শীঘ্রই কাজ চালু হবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।'

বিনামূল্যে মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: কোন্নগর স্বাস্থ্য মেলা কমিটির (পিপলস সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন) উদ্যোগে বিনামূল্যে মহিলা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির (জেনারেল মেডিসিন, গায়নোকোলজি, জেনারেল চেকাপ (হাইট, ওয়েট, প্রেসার, ইসিজি,

সুগার, থাইরয়েড ইত্যাদি),অ্যানিমিয়া স্ক্রিনিং, সার্ভাইক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং সংগঠিত হয়। কানাইপুর কলোনি উৎপল দত্ত মঞ্চে এই শিবির সংগঠিত হয়। মোট ১৩১ জন মহিলা এই শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, দিশান হসপিটাল, রোটারি ক্লাব অফ শ্রীরামপুর, এসএস মেডিকেয়ার প্রভৃতি সংস্থা এই শিবির পরিচালনা করেন।

কোন্নগর স্বাস্থ্য মেলা কমিটির সম্পাদক কিশলয় ঘোষ জানান, পরবর্তীতে কানাইপুর অঞ্চলের বাঁশাই গ্রাম, বাঁশাই কলোনি, চক্রবর্তী নগর-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ও নবগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় এই ক্যাম্প সংগঠিত হবে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মোট ১০০০ জন মহিলার অ্যানিমিয়া স্ক্রিনিং এবং সার্ভাইক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং-এর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে তৃতীয় শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এরপর আরও ৫ টি শিবির সংগঠিত হবে।

গত এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরে বাইক চুরির ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। উদ্ধার পাঁচটি বাইক।

ঘোলাটে পানীয় জল, সমস্যায় গোপালপুরের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন ধরে পানীয় জলের চরম সংকট দেখা দিয়েছে কাঁকসার গোপালপুরের একাংশে। পানীয় জলের ট্যাপ থেকে বেরচ্ছে ঘোলাটে জল। কোথাও কোথাও কাদা জল বের হওয়ার অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, পানীয় জলের জায়গায় যে জল বেরচ্ছে তা ব্যবহারের অযোগ্য। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জলের ট্যাঙ্কের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। যার কারণেপানীয় জলের চরম সংকট দেখা দিয়েছে। পানীয় জলের জন্য দূরে যেতে হচ্ছে। প্রশাসন যাতে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেই বিষয়ে আবেদন জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। এই বিষয়ে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মার অভিযোগ, 'জল জীবন মিশন প্রকল্পে ব্লকে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ পানিয় জল পৌঁছানোর কথা। কিন্তু এখনো এই বিষয়ে কোথাও ঠিক মত কাজ হয়নি। মানুষ জল পাচ্ছে না। এই নিয়ে তাঁরা বহুবার পিএইচই দপ্তরে আবেদন জানিয়েছেন,আন্দোলন করেছেন কিন্তু তাঁদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন ট্যাপ খুললেই ঘোলা জল বের হচ্ছে। তার দায়টা কে নেবে।' তাঁর অভিযোগ, দপ্তরের সমস্ত পদে শাসকদলের নেতাদের কাজ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা কোনো কিছুতেই প্রশিক্ষিত নয়। যার জন্য ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যদিও কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নবকুমার সামন্তের আশ্বাস, 'বিষয়টা জানতে পেরেছি। বেশ কিছু জায়গায় পাইপ লাইনের কাজ চলছে। যার কারণে কোথাও কোথাও ঘোলাটে জল বের হচ্ছে, তবে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে এবং আপাতত জলের ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে পানীয় জল পরিষেবা সচল রাখার ব্যবস্থা করা হবে।'

মধ্যমগ্রামে যুবক 'খুন'

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বচসার জেরে যুবককে খুনের অভিযোগ উঠল মধ্যমগ্রাম পুরসভার হুমায়ুনপুর ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। মৃত যুবকের নাম বুদ্ধদেব মণ্ডল (২৪)। মৃত যুবকের বাড়ি মধ্যমগ্রাম সারদাপল্লী এলাকায়। ঘটনায় পুলিশ ৪ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে প্রাক্তন পুলিশ কর্মী মতিয়ার রহমানের ছেলে আজাদ ও তাঁর বন্ধুবান্ধব নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গন্ডগোল করতে গিয়েই খুন হয়েছে তাদেরই মধ্যে এক বন্ধু। রোজ মদের আসর বসে ওই বাড়িতে। রবিবার রাতেও বাসে মদের আসর। সোমবার সকালে ১০টা নাগাদ মতিয়ার রহমানের বাড়ির বাগানে রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকার কয়েকজন যুবক। এরপরই স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি আজাদ তাঁর মা এবং আরও দুই বন্ধুকে আটক করে নিয়ে যায় থানায়। এবিষয়ে বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখরিয়া জানান, প্রাথমিক অনুমান খুন তবে যতক্ষণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া যাবে ততক্ষণ নির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না কি করে মৃত্যু হল বুদ্ধদেবের।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক / punjab national bank

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর
জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লিজে প্রেমিসেস এর জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক **হরিসভা জঙ্গিপুর,** জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২১৩ ঠিকানায় ভাড়া /লিজের ভিত্তিতে (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট অগ্রাধিকার একতলায়) শাখা অফিসের জন্য দুই ডাক ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক অধীনে আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।

খাম নং ১ : (টেকনিক্যাল বিড) সম্পূর্ণ বিস্তারিত অর্থাৎ বিস্তারিত ঠিকানা, সাইট প্ল্যান, নির্মাণ স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নং ইত্যাদি সম্বলিত।

খাম নং ২ : (ফিনান্সিয়াল বিড) প্রতি বর্গফুটের আর্থিক দর ইত্যাদি সম্বলিত।

সম্পূর্ণ প্রস্তাব যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে পৃথক পৃথক সিলকরা খামে ''টেকনিক্যাল বিড'' এবং ''ফিনান্সিয়াল বিড'' শীর্ষাঙ্কিতভাবে সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ উক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ **৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও দালালি/কমিশন প্রদান করা হবে না। আমাদের সার্কেল অফিস/বিও জঙ্গিপুর/পিএনবি ওয়েবসাইট **(https://pnbindia.in)** থেকে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে। আগ্রহী মালিকগণের অবগতির জন্য লিজ দলিলের নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ক ব্যাঙ্কের খসড়া লিজ দলিলের বয়ান ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

সার্কেল হেড

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা / Bank of Baroda — ক্যানিং শাখা

মা আনন্দময়ী ভবন, ক্যানিং রোড
দিঘির পার, পো - ক্যানিং, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)
পিন - ৭৪৩৩২৯ ইমেল : cannin@bankofbaroda.com

পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ক্যানিং শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৪.০৩.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স হাফিজ ডেয়ারি ফার্ম, স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতী হাবিবা ঢালি এবং জামিনদারা শ্রী ওবেদুল্লা ঢালি, ঢালি পাড়া, দহরানি, জীবনতলা, থানা - জীবনতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২২৯** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫,৯৫,৮৩৩.৩৫ টাকা (পাঁচ লাখ পঁচানব্বই হাজার আটশ তেত্রিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) ১৭.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, নিকট বকেয়া ৫,৯৫,৮৩৩.৩৫ টাকা (পাঁচ লাখ পঁচানব্বই হাজার আটশ তেত্রিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) ১৭.০৭.২০২৩** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ,শ্রীমতি হাবিবা ঢালি,স্বামী ওবেদুল্লা ঢালি এর নামে,দলিল নং ১-০২৪৮/২০২০। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল এবং যাবতীয় সুবিধা উক্ত জমি সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : ডহরানি, জেএল নং ৬৬, তৌজি নং ১৪৯৩,আরএস খতিয়ান নং ২৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৫১৬, এলআর দাগ নং ২২১৭, থানা : ক্যানিং,অঠারো বাঁকি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আমির আলি ঢালির সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** পিডব্লুডি রোড, **পূর্বে :** রশিদ ঢালির জমি, **পশ্চিমে :** সামসুদ্দিন ঢালির জমি।

তারিখ : ০৬.০৯.২০২৫
স্থান : ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি
শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পো-নবদ্বীপ, জেলা-নদিয়া
[illegible]

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে ২৯.০৭.২০২৪ তারিখে দখল নোটিশ প্রকাশিত প্রবীর কুমার বিশ্বাস ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির বিবরণে, দলিল নং ১/১৬৮৯ এর পরিবর্তে পড়তে হবে ১/১৬৮৬। অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

তারিখ : ০৯.০৯.২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : নবদ্বীপ **অনুমোদিত অফিসার**
দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ইস্টার্ন রিজিওন ডিরেক্টরেট হেডকোয়ার্টার কলকাতা কোম্পানি আইনের ২০১৩ সালের (২০১৩ এর ১৮) ধারা ১৩ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত : প্রভা উন্নয়ন মাইক্রোফিনান্স লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ই ছায়ন পাড়া, পো - ঘোগোমালি তরণি সূত্রধর হাউস জাল এর নিকট, ঘুগুমালি, রাজগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ ভারত, ঘুগুমালি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭৩৪০০৬ স্থানান্তর বিষয়ক

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, শুক্রবার ৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য''** থেকে **''ঝাড়খন্ড রাজ্যে''** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, ডিরেক্টরেট হেডকোয়ার্টার কলকাতা, ফার্স্ট এমএসও বিল্ডিং (৯ম তল), ২৩৪/৪ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে **ই ছায়ন পাড়া, পো - ঘোগোমালি তরণি সূত্রধর হাউস জাল এর নিকট, ঘুগুমালি, রাজগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ ভারত, ঘুগুমালি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭৩৪০০৬** পাঠাতে হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
প্রভা উন্নয়ন মাইক্রোফিনান্স লিমিটেড

বৈজনাথ শাউ	**জ্যোতি কুমারী**
ডিরেক্টর	**ডিরেক্টর**
ডিন : ০৮৩৯৭৯১৯	**ডিন - ১০১৬৭১৯৯**

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)

২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবনতারা বিল্ডিং
ডিএইচ রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩
ইমেল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশের তারিখ ঋণগ্রহীতা **ঋণগ্রহীতা প্রীতম সেন, মৌজা : বিষ্ণুপুর, এলআর দাগ নং ৫৩০, এলআর খতিয়ান নং ৯৩৫, জেএল নং ৫৮, পো : কামদেবপুর, অচিন্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা : পাথরপ্রতিমা-৭৪৩৩৭১ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৩১,৬৭, ৩৯২ টাকা (একত্রিশ লাখ সাতষট্টি হাজার তিনশো বীরানব্বই টাকা) এবং পরবর্তী সুদ ০৩.০৫.২০২৫ থেকে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।**

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৩১,৬৭,৩৯২ টাকা (একত্রিশ লাখ সাতষট্টি হাজার তিনশো বীরানব্বই টাকা) এবং পরবর্তী সুদ ০৩.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬৩০-২০২৪,পৃষ্ঠা ১৩৫১২৩ থেকে ১৩৫১৪৫, দলিল নং ১৬৩০০৫০৬৫-২০২৪ সালের,জেলা সাব রেজিস্ট্রার, অফিস ডিএসআর ৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ।

তপশিল এ, উল্লেখ্য উপরোক্ত
(সমুদয় জমি এবং ভবনের বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা এবং তদস্থিত একতলা ভবন পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ২১০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : বিষ্ণুপুর, এলআর দাগ নং ৫৩০, এলআর খতিয়ান নং ৯৩৫, জেএল নং ৫৮, পো : কামদেবপুর, অচিন্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েত থানা : পাথরপ্রতিমা,-৭৪৩৩৭১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর : পাথর প্রতিমা, চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : জমি প্লট ৫২৬ এবং ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ।
দক্ষিণে : কানাই লাল প্রধানের জমি প্লট নং ৫৩০।
পূর্বে : অবশিষ্ট শালি জমি প্লট নং ৫৩০।
পশ্চিমে : কানাইলাল প্রধান প্লট নং ৫৩০।

তপশিল বি, উল্লেখ্য উপরোক্ত

মালিক : প্রীতম সেন। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা এবং তদস্থিত একতলা ভবন ঢাকা এরিয়া ২১০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : বিষ্ণুপুর, এলআর দাগ নং ৫৩০, এলআর খতিয়ান নং ৯৩৫, জেএল নং ৫৮, পো : কামদেবপুর, অচিন্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েত , থানা : পাথরপ্রতিমা,-৭৪৩৩৭১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর : পাথর প্রতিমা।

তারিখ - ০৫.০৯.২০২৫
স্থান - বেহালা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই খড়গপুর শাখা (০০২০২)

পো.অ.- খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম
মেদিনীপুর- ৭২১৩০২, ই-মেল- sbi.00202@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নিলাম অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী রাহুল মজুমদার, মোঃ- ৮৩৭৩০৫৩৬৫০, ই-মেল: sbi.00202@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) /বন্ধকদাতা (গণ) কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি, যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা আছে, এবং যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে বিশদভাবে উল্লেখিত) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি **''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ০৮.১০.২০২৫ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য ইএমডি ১০% বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রী সৌমেন দে এবং শ্রীমতী শিখা রানী দে, ফ্ল্যাট নং ৪০২,** ব্লক - বি, ৪র্থ ফ্লোর, ডায়মন্ড প্লাজা, বারবেটিয়া, খড়গপুর, জেএল নং ৩০৮, খতিয়ান নং ৭১০, প্লট নং ২৩৫, পিন- ৭২১৩০১, পশ্চিম মেদিনীপুর।	**সম্পত্তি শ্রী সৌমেন দে এবং শ্রীমতি শিখা রানি দে -এর নামে।** স্বত্ব দলিল নং ১-৫৫৪৬/২০১৪, তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ফ্ল্যাট নং ৪০২, ব্লক- বি, ৫ম তল, ডায়মন্ড প্লাজা, বড়বেতিয়া, খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, ঢাকা এরিয়া **১১০০ বর্গফুট** সকলের ব্যবহারের এলাকা **২৪৭ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১৩৪৭ বর্গফুট** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ১.৫১৫০ ডেসিমেল (বাস্তু) মৌজা : মদন মোহন, জেএল নং ৩০৮, খতিয়ান নং ৭১০, প্লট নং ২৩৫, থানা : খড়গপুর, এডিএসআর-খড়গপুর।	১৭,৫৪,৩৪৬.০০ টাকা + হালনাগাদ সুদ (সতেরো লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশো ছেচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩১.০৩.২০১৮ অনুযায়ী এবং তার ওপর অতিরিক্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ইত্যাদি।	২৮,৯০,১২৩/- টাকা ২,৮৯,০১২.৩০/- টাকা ১০,০০০/- টাকা

পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়: ২৩.০৯.২০২৫ সকাল ১১:৩০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

দখলের ধরন: বাস্তবিক

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক:- https://BAANKNET.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballlance.com -এ যোগাযোগ করুন।

নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে, আগ্রহী দরদাতাকে বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৯.০৯.২০২৫
স্থান: খড়গপুর

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank — ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর
কলকাতা - ৭০০ ০০১

বিক্রয় প্রত্যাহার

শ্রী দেবকান্তি চন্দ্রের, গড়িয়া, কলকাতা শাখার সম্পত্তির জন্য ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি এই সংবাদপত্রে ১৫.০৮.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ১৭.০৯.২০২৫ তারিখে পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল, **আইনি সমস্যার কারণে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।**

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ: দক্ষিণের দিকে দ্বিতীয় ফ্লোরে অবস্থিত একটি স্ব-সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি ১০৩২ বর্গফুট, যার মধ্যে আছে দুটি শোবার ঘর, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডাব্লিউসি, মার্বেল ফ্লোরিং সহ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা যার পরিমাপ প্রায় ১২০ বর্গফুট, উক্ত জি+৩ তলা ভবনে লিফট সুবিধা ছাড়া, সেইসঙ্গে অবিভক্ত অখণ্ড আনুপাতিক শেয়ারের জমি যার পরিমাপ প্রায় ৩ কাঠা ১৪ ছটাক ২০ বর্গফুট, যা মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৮১এ, আর. কে. চ্যাটার্জি রোড, পো.অ. এবং থানা- কসবা, সাব রেজিস্ট্রি/এডিএসআর অফিস - শিয়ালদহ, বর্তমানে কেএমসি-র সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯১, কলকাতা - ৭০০ ০৪২, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), **শ্রী দেবকান্তি চন্দ্রের নামে** ২৫.১১.২০২২ তারিখে নিবন্ধিত কনভেয়েন্স ডিড আই-১৩৭৬৬ অনুসারে। **ভবনের সীমানা:** উত্তরে- ২২ ফুট আর. কে. চ্যাটার্জি রোড, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ৮১/এ/১এ, আর. কে. চ্যাটার্জি রোড-এ এম. এ. কর-এর জমি, পূর্বে- রাজ কৃষ্ণ চ্যাটার্জি-র বাড়ি, পশ্চিমে- ৮ ফুট চওড়া ইজমেন্ট অধিকার সহ সাধারণ প্যাসেজ।

সম্পত্তি আইডি : IDIB7346402038 (সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি: ২০০০৭১২৭২০২৫)
ই-নিলামের পরবর্তী তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে। অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

তারিখ: ০৯.০৯.২০২৫ / স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড

CIN : U91990WB1946GAP013261
রেজি. অফিস : ৪/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : admin@hindusthanclub.com ওয়েবসাইট : www.hindusthanclub.com
ফোন : ০৩৩ ৪০১৭ ৫৫৫৫

৭৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা,
রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের নোটিশ

১.এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেডের (ক্লাব বা কোম্পানি) সদস্যগণের ৭৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে রবিবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বেলা ১১ টায় রেজিস্টার্ড অফিস ৪/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা : ৭০০০২০ ঠিকানায় এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।

২.এজিএম নোটিশ এর বৈদ্যুতিন কপি এবং ২০২৫ এর বার্ষিক প্রতিবেদন সদস্যগণকে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানিতে নথিভুক্ত। সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে ক্লাবের ওয়েবসাইট www.hindusthanclub.com।এজিএম নোটিশ প্রেরণ সমাপ্ত হয়েছে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখে।

৩.সাধারণ সদস্যগণ তাদের ভোট বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ৭৯তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত মতে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর বৈদ্যুতিন ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করতে পারেন:

ক) এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটের দ্বারা সম্পাদন করা যাবে;
খ) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ (সকাল ১০ টায়)
গ) রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত হবে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (সন্ধে ৫ টায়)
ঘ) ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সকাল ১১ টায় আইএসটি চালু করা হবে বিষয় নং ২ সভায় গৃহীত হওয়া পর্যন্ত।
ঙ) এজিএম বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকারের উপযুক্ততার নির্ধারণ নিমিত্ত কাট অফ ডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।
চ) নোটিশ প্রেরণের পর যারা ক্লাবের সদস্য হয়েছেন তারা লগ ইন আইডি এবং পাশ ওয়ার্ড পেতে পারেন যে পদ্ধতিতে : এমন ঘটনা ঘটেনি এবং তা প্রযোজ্য নয়।
ছ) সদস্যগণ অবগত হোন : ক) রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে এনএসডিএল দ্বারা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত তারিখ এবং সময়ের পর এবং সদস্যগণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে একবার ভোট প্রদান করলে , সদস্যগণকে আর তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না; খ) এজিএম তে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা পাওয়া যাবে; গ) এজিএম এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সদস্যগণ ভোট প্রদান করলে তারা এজিএম তে অংশ নিতে পারবেন কিন্তু তারা আবার ভোট প্রদান করতে পারবেন না;

ক্লাবের ওয়েবসাইটে www.hindusthanclub.com এজিএম নোটিশ পাওয়া যাবে এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটেও https://www.evoting.nsdl.com। কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যগণ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়েল ফর মেম্বারস যা ডাউনলোড বিভাগে https://www.evoting.nsdl.com উপলব্ধ ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেন (এফএকিউএস) দেখতে পারেন বা evoting@nsdl.com তে অনুরোধ পাঠাতে পারেন। কোনও কারণে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দানের সুবিধা সম্পর্কিত অভিযোগ থাকলে অনুগ্রহ করে শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, ৩০১, ৪র্থতল, নমন চেম্বারস, জি ব্লক, প্লট নং সি-৩২,বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই- ৪০০০৫১ এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নির্দিষ্ট ই-মেল evoting@nsdl.com বা pallavid@nsdl.com মাধ্যমে বা টেলিফোন নং ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে। সদস্যগণ ক্লাবের রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানাতেও লিখতে পারেন।

হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/
চন্দ্র শেখর সারদা
সাম্মানিক সচিব
ডিন : ০০২৫২০০৩
ডিরেক্টর/সাম্মানিক সচিব

তারিখ : ০৮.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর U27204WB2000PLC091214
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৭/২, চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেইন রোড, পো. হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৫৭ টেলিফোন +৯১ ৮১২৯৭৭৩৫৭৫
কর্পোরেট অফিস : মার্কেন্টাইল চেম্বারস, ১২, জে.এন. হেরেদিয়া মার্গ, বালার্ড এস্টেট, মুম্বই : ৪০০০০১ টেলিফোন : ৮১২৯৭৭৩৫৭৫
ইমেল আইডি : info.ezl123@gmail.com

পঁচিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা - রিমোর্ট ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেডের** সদস্যদের পঁচিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা (''ভিসি'') অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (''ওএভিএম'') অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩, এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং ০৮/০৪/২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩/০৪/২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ০৫/০৫/২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং ১৩/০১/২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ এর সাথে পঠিত প্রযোজ্য বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা ০২/২০২২ তারিখ ০৫/০৫/২০২২ এবং ২৯/১২/২০২২ তারিখ অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নোটিশ, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শুধুমাত্র কোম্পানির সেইসব সদস্যদের কাছে ইমেল করা হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা (গুলি) কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **https.//edayarzinc.in** এও পাওয়া যাবে। ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত নথিগুলি সদস্যদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ করা হবে, কোনও ফি ছাড়াই, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে, এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ পর্যন্ত। এই ধরনের নথিগুলি পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক সদস্যরা **info.ezl123@gmail.com** ঠিকানায় একটি ইমেল পাঠাতে পারেন

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে; (উভয় দিন সহ) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য (উভয় দিনই সহ) বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে।

যে সকল সদস্য সভা চলাকালীন তাদের মতামত প্রকাশ করতে/প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান তারা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে **info.ezl123@gmail.com** ঠিকানায় তাদের নাম, ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর/ফোলিও নম্বর, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে বক্তা হিসেবে নিজেদের নিবন্ধন করতে পারেন। যারা বক্তা হিসেবে নিজেদের নিবন্ধন করেছেন তারা কেবল সভা চলাকালীন তাদের মতামত প্রকাশ করতে/প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য সময়ের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে কোম্পানি বক্তাদের সংখ্যা সীমিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ অনুসারে, সংশোধিত এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা (এসএস-২) সম্পর্কিত সচিবালয় মানদণ্ড অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা প্রদত্ত ''রিমোট ই-ভোটিং'' সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত, যাতে তারা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে সক্ষম হন।

সকল সদস্যকে আরও জানানো যাচ্ছে যে :
ক. বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে;
খ. দূরবর্তী ই-ভোটিং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টা (আইএসটি) তে শুরু হবে এবং সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টা (আইএসটি) শেষ হবে।
গ. বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫;
ঘ. যে কোনও ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন, কোম্পানি কর্তৃক ইমেলের মাধ্যমে ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পর, enotices@linkintime.co.in ঠিকানায় অথবা info.ezl123@gmail.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
ঙ. এছাড়াও, পঁচিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সুবিধা উপলব্ধ করা হবে এবং পঁচিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।
চ. বার্ষিক সাধারণ সভার আগে যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় বার্ষিক সাধারণ সভার সময় তাদের ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না।
ছ. দস্যরা মনে রাখবেন যে, রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫টায় নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক কোন প্রস্তাবের উপর ভোট প্রদানের পর, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না;
জ. কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নির্দিষ্ট তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে, তিনিই বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন;
ঝ. রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে, সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশে দেওয়া নির্দেশাবলী পড়তে পারেন এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, সদস্যরা https//instavote.linkintime.co.in-এর জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) দেখতে পারেন, সাহায্য বিভাগের অধীনে অথবা enotices@linkintime.co.in-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা আমাদের কল করতে পারেন- টেলিফোন ০২২ ৪৯১৮৬০০০। সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপি-র সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করতে এবং বাস্তব আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানি এবং/অথবা আরটিএ (এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)-এর কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন, বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার ইত্যাদি সহ সমস্ত যোগাযোগ ইমেলের মাধ্যমে গ্রহণ করতে। ভবিষ্যতে কোম্পানি। সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত নোটগুলি এবং বিশেষ করে বার্ষিক সাধারণ সভার যোগদানের নির্দেশাবলী, দূরবর্তী ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভার ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মহ. বিসমিথ আলিঙ্গাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিএফও
ডিন : ০৮২২৭১৭০

স্থান : মুম্বই
তারিখ : ০৬.০৯.২০২৫

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমেস্টারের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ‘বহিরাগত হামলা’

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দ্বিতীয় সেমেস্টারের দ্বিগুণ ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে মেন গেট বন্ধ করে আন্দোলনে নামলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ পড়ুয়ারা। আর এই প্রতিবাদ আন্দোলনের সময় একদল বহিরাগতদের হামলা চালানোর অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা। সোমবার দুপুর থেকেই দফায় দফায় এই গোলমালের ঘটনায় রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের অভিযোগ, দ্বিতীয় সেমেস্টারে দ্বিগুণ ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার সময় একদল বহিরাগতরা ধাক্কা মেরে মেন গেট খুলে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। আর এতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী পড়ুয়ারা জখম হয়েছেন। কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। যদিও এদিন এই ঘটনার পর বহিরাগত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ভর্তির ফি কমানোর দাবিতে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধে করেন দ্বিতীয় সেমেস্টারের অধিকাংশ পড়ুয়ারা। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে আসে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার থেকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দ্বিতীয় সেমেস্টারে ভর্তির ফি বৃদ্ধির বিষয়ে একটি নোটিস জারি করা হয়। আর রবিবারের পর সোমবার এই ফি বৃদ্ধি দ্বিগুণ করার প্রতিবাদ জানিয়ে রীতিমতো ময়দানে নামে দ্বিতীয় সেমেস্টারের কলা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগের এক ঝাঁক ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন সকাল থেকেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেটের ভিতর থেকে বন্ধ করে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই মেন গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অধ্যাপক, অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীদের। এদিন দ্বিতীয় সেমেস্টারের বৈশালী কুণ্ডু, তৃপ্তি পালদের অভিযোগ, ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে কলা বিভাগে ভর্তি ফি ছিল ২,৩০০ টাকা। কিন্তু সেটা এখন বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪,৮২০ টাকা। একই রকমভাবে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি ফি ছিল ৩,৭২০ টাকা। কিন্তু এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬,৮২০ টাকা। দু'মাস আগে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার বিশ্বজিৎ দাস তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভর্তি ফি বাড়ানো হবে না। কিন্তু হঠাৎ দু'দিন আগে নোটিস জারি করে এই ভর্তি ফি বাড়ানোর কথা জানানো হয়েছে। তারই প্রতিবাদে তাঁদের আন্দোলন।

বিক্ষোভকারী দ্বিতীয় সেমেস্টারের পড়ুয়াদের অভিযোগ, ‘শান্তিপূর্ণভাবে আমরা প্রতিবাদ, আন্দোলন করছিলাম। কিন্তু তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একাংশ বহিরাগতরা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এসে ধাক্কা মেরে গেট খুলে আমাদের ওপর হামলা চালায়।’ যদিও এপ্রসঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায় বলেন, ‘দ্বিতীয় সেমেস্টারের প্রায় ১০০০-এর কাছাকাছি পড়ুয়া রয়েছে। যাদের মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ জন পড়ুয়া ইচ্ছাকৃতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা প্রথম থেকেই ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে আসছি। কিন্তু এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেনগেট বন্ধ করে কাউকে ঢুকতে না দিয়ে আন্দোলন করাকে কখনও সমর্থন করি না। এদিন দূরদূরান্ত থেকে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল। তাঁরা ঢুকতে পারছিলেন না। হয়তো পরেই তারা অসন্তুষ্ট হয়ে জোর করে গেট খুলে ঢুকে পড়ে। এখন ভিত্তিহীনভাবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নামে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।’ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশনের ডিন ও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবব্রত দেবনাথ বলেন, ‘ফি বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রথম থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থন জানিয়েছি। ওদের এবিষয়ে আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে। যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে উপাচার্য নেই। ফলে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে রয়েছে। এদিন বিক্ষোভের মধ্যে গেট বন্ধ থাকায় আমরা কেউই প্রবেশ করতে পারি নি। সেই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কি ঘটেছে, তাও বলতে পারব না। তবে এই ফি বৃদ্ধির পুরো বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।’

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হল বীরভূমে। সিউড়ি ডিআরডিসি হলে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে এবং বীরভূম জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে রাখি পরিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান জেলাশাসক বিধান রায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক, বীরভূম জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক কৌশিক সিনহা প্রমুখ।

সম্প্রতি নদিয়ার কৃষ্ণনগরের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষাঙ্গণ ‘ঋষভ’ আয়োজিত করল একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানের। ঋষভের বর্তমান কর্ণধার প্রদীপ্তা নাথের পরিচালনায় তৃতীয় বর্ষের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

রঘুনাথপুরের ব্লক কমিউনিটি হলে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানকরে কলেজ সংলগ্ন লজে নিয়মবহির্ভূত ব্যবসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: ‘ফেলো কড়ি, মাখো তেল’ এই প্রবাদ বাক্যকে অনুসরণ করে রীতিমতো রমরমিয়ে চলছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার অন্তর্গত মানকরে লজ ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা। প্রায় দশ বছর আগে মানকরে সরকারি কলেজের সীমানা পাঁচিলের ধারে গড়ে ওঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়ার জন্য একটি লজ। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গত কয়েক মাস ধরে লজের মালিক মৃত্যুঞ্জয় গড়াই সেখানে রুম ভাড়া দেওয়া শুরু করেছে। প্রায় ছটি রুম রয়েছে সেখানে। ৫০০ টাকার বিনিময়ে নন এসি ও ৭০০ টাকার বিনিময়ে এসি রুম ভাড়া নিয়ে যে কেউ সেখানে অনায়াসেই সময় কাটাতে পারবে। তার জন্য কোনরকম বৈধ নথি জমা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে, কলেজ লাগোয়া লজে রুম ভাড়া পাওয়ায় অনায়াসেই কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিত্যদিন যুবক-যুবতীরা সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। এর ফলে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, একটা সরকারি কলেজের পাশে কিভাবে এই ধরনের কাজ হতে পারে? আদেও প্রশাসন এই বিষয়ে জানে কিনা? জানা গিয়েছে, গত ৩০ অগস্ট এই লজেই রুম ভাড়া নিয়েছিলেন কসবার বাসিন্দা হারু বাগদি ও মারো গ্রামের বাসিন্দা জ্যোৎসনা বাগদি। ৩১ অগস্ট দুপুরে সেখান থেকে বেরোনোর পর মারো গ্রামের রাস্তায় খুন হন জোৎসনা বাগদি। পুলিশ সূত্রে খবর সেই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ওই লজে হানা দেয়। সেখানে তাদের উপস্থিতির প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে পুলিশ দেখে কোনও রকম নথি সেখানে নেই। লজের মালিক মৃত্যুঞ্জয় গড়াইকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছেন, বৈধ প্রমাণপত্র দেখে রেজিস্টারে নাম ও ফোন নম্বর লিখে তবেই তিনি রুম ভাড়া দেন। যদিও ওই লজে কোনওরকম বৈধ নথিপত্র জমা নেওয়ার ব্যবস্থা ও জেরক্স মেশিন বা প্রিন্টার, কম্পিউটার কোনও কিছুই নজরে আসেনি। এছাড়াও যে রেজিস্টার খাতায় নাম লেখা হয়, তা নিয়ম মেনে লেখা হয় না।

এই বিষয়ে বর্ধমান সদরের

বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মার অভিযোগ, ‘শাসক দলের মদত ছাড়া কোনভাবেই এই কাজ হয় না। সরকারি ডিগ্রি কলেজের পাশে কিভাবে অনৈতিক কাজ দিনের পর দিন চলছে? গ্রাম অঞ্চলের যে সমস্ত পঞ্চায়েত কাটমানি ছাড়া এক পা এগোয় না। তাদের নজরদারি থেকে কিভাবে এটা ছাড় পাচ্ছে? এখন সেটাই দেখার বিষয়।’ যদিও এই বিষয়ে গলসি ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জনার্দন চ্যাটার্জির সাফাই, ‘যে অভিযোগ সামনে আসছে সেই বিষয়ে আমার কিছু জানা ছিল না। বিষয়টি জেনে বুদবুদ থানার পুলিশকে জানিয়েছি যাতে দ্রুত ওই লজের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে লজ সিল করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।’ এখন দেখার প্রশাসন এই বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেয়। সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার মানুষ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাইকপাড়া শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **“যেখানে যেমন অছে”, “যেখানে যা আছে”, এবং “যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” ২৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাইকপাড়া শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২৮,২৩,৬১১.০০ টাকা (আঠাশ লাখ তেইশ হাজার ছশো এগার টাকা)** ১৩.১১.২০১৮ অনুযায়ী এবং **১৪.১১.২০১৮** থেকে পরবর্তী সুদ সহ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য **শ্রীমতী সোনালি দাস, (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত কালীপদ দাস, জিজি-২, বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট, জোরধা বাগান, পো - দেশবন্ধুনগর, থানা - বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৯ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা : শ্রীমতি সোনালী দাস, পিতা প্রয়াত কালীপদ দাস, ঠিকানা : জিজি-২,** বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট, জোরধা বাগান, পো : দেশবন্ধুনগর, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৯, **খ) পাইকপাড়া শাখা, কলকাতা।**	ফ্ল্যাট নং এ , সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৪৪ বর্গফুট, দোতলায় জি-৩ তলা ভবনে, লিফট সুবিধা সহ টাইলসের মেঝে, ৩ বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, তিন টয়লেট, এবং দুই ব্যালকনি, এবং সকলের ব্যবহারের এরিয়া , সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ বহুতল ভবন অবস্থিত ৪৮, এন এন ব্যানার্জি রোড,পো : পানিহাটি, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা : পানিহাটি, জেএল নং ১০, আরএস ৩২, তৌজি নং ১৫৫, কালেক্টরেট উত্তর ২৪ পরগনা অধীন, আরএস দাগনং ১২৬২, আরএস খতিয়ান নং ১৪৪৩, পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : কালি পালের জমি এবং ভবন; দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম রোড, পূর্বে : দেবাশিস চ্যাটার্জির ভবন; পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া নরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড।	**২৮,২৩,৬১১.০০ টাকা (আঠাশ লাখ তেইশ হাজার ছশো এগার টাকা) ১৩.১১.২০১৮** অনুযায়ী এবং **১৪.১১.২০১৮** থেকে পরবর্তী সুদ সহ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৬,৬১,০০০.০০ টাকা (*) (ছাব্বিশ লাখ একষট্টি হাজার টাকা) খ) ২,৬৬,১০০.০০ টাকা (দুই লাখ ছেষট্টি হাজার একশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50378799237 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৯.২০২৫ থেকে ২১.০৯.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৯.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০১.০৮.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪ নং) -এর অধীন ব্যাঙ্কে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

লটে সম্পত্তি (নিম্নে বর্ণিত)	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	যে সময় পর্যন্ত
ক্র. নং ১ থেকে ৫	অনলাইন : ২৫.০৯.২০২৫	দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/ বাস্তবিক / প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক / সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা **“যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে”** এবং **“যেখানে যা-কিছু আছে”** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম মূল্য জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (উক্ত সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল অধীনে)

লট নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তিসমূহ-এর বন্ধকদাতাগণ) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) আইবিএপিআই পোর্টাল প্রপার্টি আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম: ভগবানগোলা (০২৩২২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: কিরমান আহমেদ** **কিরমান আহমেদ (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বাধিকারী- মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ পিতা- মৃত পিয়ারুল হক, গ্রাম- মহেশ নারায়ণগঞ্জ, পো. ও থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫ **শবনম পারভিন (জামিনদার)** স্বামী- কিরমান আহমেদ, গ্রাম- মহেশ নারায়ণগঞ্জ, পো. ও থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫ ২.	মহিষাস্থলী মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা আবাসিক বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ৬, প্লট নং আর.এস. এবং এল.আর. ৩১৫, খতিয়ান নং আর.এস. ৩৪৩, এল.আর. ৮২১৪, জমির পরিমাণ **২ ডেসিমেল,** জমির প্রকার- বাস্তু, ভগবানগোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ডিএসআর- মুর্শিদাবাদ -এ নিবন্ধিত **২০১২ সালের ৮৩৩৮ নং দানপত্র দলিল। স্বত্বাধিকারী: শবনম পারভিন,** স্বামী- কিরমান আহমেদ **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০২.০৭.২০২২ খ) ১৩.০১.২০২৩ গ) ৫,৩৮,৭৮০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশত আশি টাকা মাত্র) ০২.০৭.২০২২ অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত অর্জিত সুদ, তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও অন্যান্য চার্জ সহ।	ক) ৭,০৪,০০০.০০ টাকা খ) ৭০,৪০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU41784968	ক) ২৫.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: কাজু ঘোষ** **কাজু ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- জ্ঞাননাথ ঘোষ, গ্রাম- পাহাড়পুর, পো. ও থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮	পাহাড়পুর মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা আবাসিক বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ৯, প্লট নং আর.এস. ৮৬৩, এল.আর. ১০৭৬, খতিয়ান নং এল.আর. ৬৯৪১৯, জমির পরিমাণ **৪ ডেসিমেল,** জমির প্রকার- ভিটি, ৫ নং বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পো. ও থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮, এডিএসআর ভগবানগোলা-এ নিবন্ধিত **২০১৫ সালের ৮২৩৫ নং দানপত্র দলিল** অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: কাজু ঘোষ,** পিতা- জ্ঞাননাথ ঘোষ **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ১৬.০৮.২০২২ খ) ২১.১০.২০২২ গ) ২,০৩,৩৪২.০০ টাকা (দুই লক্ষ তিন হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ১৬.০৮.২০২২ অনুযায়ী, ২৮.০৮.২০১৭ পর্যন্ত অর্জিত সুদ, তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও অন্যান্য চার্জ সহ।	ক) ৪,১১,০০০.০০ টাকা খ) ৪১,১০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA37766981	ক) ২৫.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৩.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: ইমরান হোসেন** **ইমরান হোসেন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মহঃ আখের হোসেন, গ্রাম- কাজিসাহ সাহেবপাড়া, পো.- কাজিসাহ, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **মহঃ আখের হোসেন (জামিনদার)** পিতা- মৃত জামাল আলি মণ্ডল, গ্রাম- কাজিসাহ সাহেবপাড়া, পো.- কাজিসাহ, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩	কাজিসাহ মৌজায় অবস্থিত ভূমি ও দোতলা আবাসিক বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ৫৫, প্লট নং এল.আর. ১২৮, খতিয়ান নং এল.আর. ৪৬৩৭, জমির পরিমাণ **৩.৪৪ ডেসিমেল,** জমির প্রকার- ভিটি, বেগুনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর বেলডাঙা-এ নিবন্ধিত ২০১০ সালের ১১৫২ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: ইমরান হোসেন,** পিতা- মো. আখের হোসেন **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০২.০৭.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ৬,৪০,৬৭৩.১৪ টাকা (ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয়শত তিয়াত্তর টাকা চৌদ্দ পয়সা মাত্র) ০২.০৭.২০২২ অনুযায়ী, ০১.১১.২০২১ পর্যন্ত অর্জিত সুদ, তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও অন্যান্য চার্জ সহ।	ক) ১৫,১৭,১০০.০০ টাকা খ) ১,৫১,৭১০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB2L861017317	ক) ২৫.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৪.	**শাখার নাম: জগন্নাথপুর (১৮০৩২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: সাইয়েদ ফার্টিলাইজার** **মেসার্স সাইয়েদ ফার্টিলাইজার (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বাধিকারী- সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম- তাজপুর, পো.- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫ **সিরাজুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আবদুর রহমান, গ্রাম- তাজপুর, পো.- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫ **মার্জিনা বিবি (জামিনদার)** স্বামী- সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম- তাজপুর, পো.- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫	জগন্নাথপুর মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জে.এল. নং ২৬, এল.আর. প্লট নং ২৩৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৪৮৬, জমির পরিমাণ **৫ ডেসিমেল,** জমির প্রকার- বাড়ি, হুমায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ডিএসআর-১, মুর্শিদাবাদ -এ নিবন্ধিত ২০১১ সালের ৪৮৫৫ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: সিরাজুল ইসলাম,** পিতা- আবদুর রহমান **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ২৭.০৯.২০২২ খ) ২৮.১২.২০২২ গ) ৫,১১,৩২৩.৩৫ টাকা (পাঁচ লক্ষ এগারো হাজার তিনশত তেইশ টাকা পয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) তদুপরি অর্জিত সুদ সহ আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও অন্যান্য চার্জ।	ক) ৬,৯৫,০০০.০০ টাকা খ) ৬৯,৫০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40433035	ক) ২৫.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৫.	**শাখার নাম: পাঁচথুপি (০৬১৮২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: তিলোত্তমা ফরেন লিকার অন শপ** **তিলোত্তমা ফরেন লিকার অন শপ** স্বত্বাধিকারী- তিলোত্তমা চন্দ্র দে, গ্রাম ও পো.- কালেশ্বর, থানা- ময়ূরেশ্বর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২১৮ **তিলোত্তমা চন্দ্র দে (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- রাজ কুমার চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পো.- ফতেপুর, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২ **জামিনদার (গণ):** **১) রাজ কুমার চন্দ্র** পিতা- কীর্তি চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পো.- ফতেপুর, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২ **২) সাথী ঘোষ** স্বামী- কেশব চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পো.- ফতেপুর, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২	মির্জাপুর মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা আবাসিক বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ১১৫, এল.আর. প্লট নং ৯৫২, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৩১, জমির পরিমাণ ৬ ডেসিমেল, জমির প্রকার- ভিটি, বুড়োয়ান-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর পাঁচথুপি-তে নিবন্ধিত **২০১৭ সালের ৪৬৩৩ নং দানপত্র দলিল** অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: রাজ কুমার চন্দ্র,** পিতা- কীর্তি চন্দ্র **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০৩.১২.২০২২ খ) ২৮.০৩.২০২৩ গ) ১০,০৮,৩৬৪.৭২ টাকা (দশ লক্ষ আট হাজার তিনশত চৌষট্টি টাকা বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ০৩.১২.২০২২ অনুযায়ী ২৬.০৪.২০২২ পর্যন্ত অর্জিত সুদ, তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও অন্যান্য চার্জ সহ।	ক) ১০,৯১,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৯,১০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBKZT004949	ক) ২৫.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **“যেখানে যেমন আছে”** এবং **“যেখানে যা আছে”** এবং **“যেখানে যা-কিছু আছে”** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।
৩) **নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট https://baanknet.com -তে ২৫.০৯.২০২৫ @ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা।**
৪) **বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন https://baanknet.com এবং https://www.pnbindia.in/EAuction.aspx**
৫) **বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা শ্রী নীল মণি (সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার) মোঃ ৯১৬৩১৭৬১৯২ -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীন সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৮.০৯.২০২৫
স্থান : বহরমপুর

শ্রী নীল মণি
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **“যেখানে যেমন অছে”, “যেখানে যা আছে”, এবং “যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” ২৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২,৭৩,৮০,০৫৩.১৭ টাকা (দুই কোটি তিয়াত্তর লাখ আশি হাজার তিপান্ন টাকা এবং সতের পয়সা)** এবং সুদ, শুল্ক এবং চার্জ মেসার্স এস কে জহিরুদ্দিন এবং **২,১৭,৭৭,৪৩১.১৬ টাকা (দুই কোটি সতের লাখ সাতাত্তর হাজার চারশ একত্রিশ টাকা এবং ষোলো পয়সা)** বং সুদ, শুল্ক এবং চার্জ - মেসার্স লাইট হাউস হোটেল বকেয়া ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক আলিপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট) আদায় করা হবে **মেসার্স এস কে জহিরুদ্দিন,** স্বত্বাধিকারী শ্রী এস কে জহিরুদ্দিন, ৮২/সি, বড়তলা স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০৭, আরও ঠিকানা - ২০৫, বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৬১২ আরও ঠিকানা - মৌজা - ঘোষপুর, জেএল নং ১৪, ইআর মিদ্দা সিং রায় এবং সেনপাড়া, ঘোষপুর, খানাকুল, হুগলি, পিন - ৭১২৬১৩ আরও ঠিকানা - লাইট হাউস হোটেল, পুরসভা হোল্ডিং নং ২০৫, আরামবাগ লিংক রোড, পো এবং থানা - আরামবাগ, পিন - ৭১২৬০১ ওয়ার্ড নং ১৩ আরামবাগ পুরসভা অধীন জেলা - হুগলি পশ্চিমবঙ্গ এবং **মেসার্স লাইট হাউস হোটেল, স্বত্বাধিকারী শ্রী এস কে জহিরুদ্দিন,** ২০৫, বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৬১২ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এস কে জহিরুদ্দিন, স্বত্বাধিকারী : শ্রী এস কে জহিরুদ্দিন,** ৮২/সি, বড়তলা স্ট্রিট, ৩য়তল, কলকাতা : ৭০০০০৭। **আরও ঠিকানা :** ২০৫, বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২৬১২। **আরও ঠিকানা :** মৌজা ঘোষপুর, জেএল নং ১৪, ইআর, মিদ্দা সিং রায় এভং সেন পাড়া, ঘোষপুর, খানাকুল, হুগলি, পিন ৭১২৬১৩। **আরও ঠিকানা :** লাইট হাউস হোটেল, পুরসভা হোল্ডিং নং ২০৫, আরামবাগ লিঙ্ক রোড, পো এবং থানা : আরামবাগ, পিন ৭১২৬০১, ওয়ার্ড নং ১৩, আরামবাগ পুরসভা অধীন, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। **মেসার্স লাইট হাউস হোটেল, স্বত্বাধিকারী : শ্রী এস কে জহিরুদ্দিন,** ২০৫, বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২৬১২। **খ) আলিপুর শাখা, কলকাতা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক হোটেল সম্পত্তি-হোটেল লাইট হাউস, জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩২ ডেসিমেল, **সম্পত্তি এস কে জহিরুদ্দিন এর নামে,** স্থানীয় আরামবাগ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, হোল্ডিং নং ২০৫, আরামবাগ লিঙ্ক রোড, থানা : আরামবাগ, জেলা : হুগলি, এডিএসআর- আরামবাগ, জেলা : হুগলি, মৌজা : পারুল, জেএল নং ৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৯৬, এলআর দাগ নং ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, আরএস দাগ নং ৩৫৫, ৩৫৬-৩৫৮, ৩৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫০, ২৭০৩, ২১৮,৩৩৬, ৩৫৭(দলিল নং ১৪১৪, ১৪১৫, ১৪১৬, ১৪১৭, ১৪১৮, ১৪৩১, ১৪৩২-১৪৩৩, স১৪৬৪, ৭৫১- ২০০৭ সালের অনুযয়ী), ২৮৯৮, ৬১৪, ৩২৫০, ৪৭১৮,-২০০৯ সালের, ৪৯৫৯-২০১১ সালের, ৪২১৮-২০১৫ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মিলন কান্তি ঘোষের সম্পত্তি; দক্ষিণে : মেন রোড, পূর্বে : শেখ আসরফ আলি, পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক।	**২,৭৩,৮০,০৫৩.১৭ টাকা (দুই কোটি তিয়াত্তর লাখ আশি হাজার তিপান্ন টাকা এবং সতের পয়সা)** এবং সুদ, শুল্ক এবং চার্জ মেসার্স এস কে জহিরুদ্দিন এবং **২,১৭,৭৭,৪৩১.১৬ টাকা (দুই কোটি সতের লাখ সাতাত্তর হাজার চারশ একত্রিশ টাকা এবং ষোলো পয়সা)** এবং সুদ, শুল্ক এবং চার্জ **মেসার্স লাইট হাউস হোটেল**	ক) ৬,৩০,০০,০০০.০০ টাকা (*) (ছয় কোটি তিরিশ লাখ টাকা) খ) ৬৩,০০,০০০.০০ টাকা (তেষট্টি লাখ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30194714215 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৯.২০২৫ থেকে ২৩.০৯.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৪.০৮.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কাশ্মীরে গুলির লড়াই

খতম এক জঙ্গি, আহত ৩ জওয়ান

শ্রীনগর, ৮ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরে ফের বড় সাফল্য নিরাপত্তাবাহিনীর। সোমবার সকালে কুলগাঁও জেলায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানে খতম করা হয়েছে এক জঙ্গিকে। অভিযান চলাকালীন এক সেনা আধিকারিক-সহ জখম হয়েছেন তিন জওয়ান। ওই অঞ্চলে আরও দুই জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তাদের ঘিরে ফেলেছে সেনা। চলছে গুলির লড়াই।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, কুলগাঁও জেলার গুড্ডার জঙ্গলে বেশ কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার গোপন খবর এসেছিল নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে। সেইমতো প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামে পুলিশ, সেনা ও সিআরপিএফের যৌথ বাহিনী। জঙ্গল ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। পিছু হঠার জায়গা না পেয়ে মরিয়া হয়ে সেনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় বাহিনী। দীর্ঘ গুলির লড়াইয়ের পর এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। অনুমান করা হচ্ছে, আরও ২ জঙ্গি সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। ফলে তল্লাশি ও গুলির লড়াই জারি রয়েছে জঙ্গলে। এদিকে গুলির লড়াইয়ে এক আধিকারিক-সহ মোট ৩ জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পহেলগাঁও কাণ্ড এবং 'অপারেশন সিঁদুর' পরবর্তী সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর এলাকায় নজরদারি আরও বেড়েছে। কাশ্মীরের কোথাও জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে কি না, তা খুঁজে বার করতে উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় দফায় দফায় অভিযান চালানো হচ্ছে। গত জুলাই মাসেই শ্রীনগরে 'অপারেশন মহাদেব'-এ পহেলগাঁও হামলায় জড়িত তিন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। অগস্টের শুরুতে কুলগাঁওয়েরই অখল জঙ্গলে 'অপারেশন অখল' শুরু করে ভারতীয় সেনা। তাতে মৃত্যু হয় ছয় জঙ্গির। সেই ঘটনার পর মাসখানেক পেরোতে না পেরোতেই ফের জঙ্গিদেরার খোঁজ মিলল কুলগাঁওয়ে।

ফরিদাবাদে এসি বিস্ফোরণে মৃত্যু বাবা-মা-মেয়ের

চণ্ডীগড়, ৮ সেপ্টেম্বর: গভীর রাতে এসি বিস্ফোরণ হয়ে ঘরেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল বাবা-মা-মেয়ের। রবিবার রাতে হরিয়ানার ফরিদাবাদে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে। পরিবারের পোষ্য কুকুরটিও মৃত্যু হয়েছে আগুনে। তবে শেষ মুহূর্তে বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে কোনওমতে রক্ষা পেয়েছেন দম্পতির তরুণ পুত্র।

জানা গিয়েছে, নিহতদের নাম শচিন কাপূর (৪৯), তাঁর স্ত্রী রিঙ্কু কাপূর (৪৮) এবং তাঁদের মেয়ে সুজ্জয়নী (১৩)। দম্পতির ছেলে ২৪ বছরের আরিয়ান কাপূর কোনওমতে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে রক্ষা পেয়েছেন। তবে তাঁর পা ভেঙেছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, এসির কম্প্রেসর থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। তা থেকেই বিপত্তি। আগুন লাগার পর পরিবারটি ছাদে পালানোর চেষ্টা করেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় কেউই বেরোতে পারেননি। শেষমেশ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় সকলের।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, রবিবার গভীর রাতে ফরিদাবাদের গ্রিন ফিল্ড কলোনি এলাকার একটি বাড়ির এসি-তে বিস্ফোরণ হয়। এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, রাত প্রায় ৩টে নাগাদ চারতলা ওই আবাসনের দোতলার ফ্ল্যাট থেকে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা যায়। ফ্ল্যাটটিতে চার সদস্যের এক পরিবার ভাড়া থাকত। সে সময় ঘুমিয়ে ছিলেন পরিবারের সকলেই। তখনই আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তে আগুন লেগে যায় গোটা ঘরে। শ্বাসরোধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাবা-মা এবং মেয়ের। আগুনে ঝলসে যায় তাঁদের দেহ।

দিল্লিতে শিশুপাচার চক্রের হদিশ জালে ১০ পাচারকারী, উদ্ধার ৬ শিশু

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: বেশ কিছুদিন ধরেই দিল্লি ও সংলগ্ন রাজ্যগুলি জুড়ে রমরমিয়ে চলছিল শিশুপাচার। একের পর এক শিশু নিখোঁজের অভিযোগও জমা পড়ছিল পুলিশের কাছে। অবশেষে শিশু পাচার চক্রের সন্ধানে মিলল বড় সাফল্য। অভিযান চালিয়ে একটি আন্তঃরাজ্য শিশু পাচারচক্রের হদিশ পেলেন দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা। শিশুপাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৬ টি শিশুকেও উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। সবকটি শিশুর বয়স ১ বছরের কম, এবং সকলেই সুস্থ আছে বলেই জানা যাচ্ছে।

তদন্তে জানা যাচ্ছে, এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় ছিল। দিল্লি ও আর বেশ কিছু রাজ্যে তাঁদের লোকজন ছড়িয়ে রয়েছে। কী ভাবে এই শিশু চুরির ঘটনা ঘটত তা বিস্তারিত জন্য আরও গভীর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া পাচারকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে আর কাদের যোগ রয়েছে, কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে পাচারকারীদের জাল তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমকে জানাচ্ছেন, এই শিশুপাচার চক্রটি রাজধানী দিল্লি ও পাশের সবকটি রাজ্য জুড়ে জাল বিস্তার করেছিল। মূলত এদের লক্ষ্য ছিল গরিব ও অসহায় মানুষ। পরিবারের অসহায় পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মূল্য দিয়ে নবজাতক শিশু কিনে নিত পাচার চক্রের সদস্যরা। সুযোগ বুঝে নবজাতকদের চুরিও করত তাঁরা। এমনকি বেশ কিছু হাসপাতালের কর্মীদের সঙ্গেও এই চক্রের যোগাযোগ রয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। সম্প্রতি একটি ৬মাসের শিশু নিখোঁজ হয়ে যায়।

আমেরিকার রাস্তায় গুলি করে হত্যা হরিয়ানার যুবককে

ক্যালিফোর্নিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর: প্রকাশ্য রাস্তায় সকলের সামনেই প্রস্রাব করছিলেন এক ব্যক্তি। তাতে বাধা দিতে গিয়েছিলেন ভারতীয় এক যুবক। তারই মাশুল দিতে হল। ঘটনাস্থলেই গুলি করে মারা হল যুবককে। সম্প্রতি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত করছে সে দেশের পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ২৬ বছর বয়সি ওই যুবকের নাম কপিল। হরিয়ানার জিন্দ জেলার বরাহকলা গ্রামের বাসিন্দা কপিল কৃষক পরিবারের ছেলে। পরিবারের দাবি, এক ব্যক্তিকে জনসমক্ষে প্রস্রাব করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করার জেরে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে কপিলকে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের পরিবার সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন কপিল। উপার্জন করে পরিবারকে সহায়তা করার জন্য বছর তিনেক আগে বিদেশে গিয়েছিলেন তিনি। ২০২২ সালে 'ডানকি' পথ ধরে আমেরিকায় যান যুবক। এ জন্য প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়েছিল তাঁকে। কপিলের এক আত্মীয় স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'কপিল কেবল একজন লোককে খোলা জায়গায় প্রস্রাব করতে বারণ করেছিল। সে জন্য ওকে গুলি করে মেরে দিল ওরা!'

ইতিমধ্যে ভারতে কপিলের আত্মীয়দের খবর পাঠানো হয়েছে। দেহ দেশে ফেরানোর ব্যবস্থাও শুরু হয়েছে বলে খবর। এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় সন্দেহভাজনের নামপরিচয় প্রকাশ করেনি মার্কিন কর্তৃপক্ষ। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি।

ভারতের উপর শুল্ককে সমর্থন জেলেনস্কির!

কিয়েভ, ৮ সেপ্টেম্বর: আমেরিকার হ্যাঁ তে হ্যাঁ মিলিয়ে এবার ভারতবিরোধী সুর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির গলায়! ভারতের উপর চাপানো মার্কিন শুল্ককে পূর্ণ সমর্থন করে জেলেনস্কি জানান, 'বেশ হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলির উপর এভাবেই বিধিনিষেধ আরোপ করা দরকার।' সংঘর্ষবিরতির লক্ষ্যে দফায় দফায় মোদীকে ফোনের পর জেলেনস্কির মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়েছে।

পাশাপাশি রাশিয়ার উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সে প্রসঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের গৃহীত পদক্ষেপে আমি খুশি। রাশিয়ার সঙ্গে কোনওরকম চুক্তি করা উচিত নয়। ওদের উপর নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানেন কীভাবে ভ্লাদিমির পুতিনকে থামানো যায়। বিশ্বের বহু দেশকে পুতিন তেল ও গ্যাস বিক্রি করেন। এটাই ওদের মূল অস্ত্র। ওদের সেই অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে হবে।'

নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতকে দায়ী করেছে আমেরিকা। ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ভারত রাশিয়ার থেকে জ্বালানি তেল কিনে রাশিয়ার যুদ্ধের মেশিন চালু রাখতে সাহায্য করছে। যদিও চিন ইস্যুতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন ট্রাম্প। এহেন পরিস্থিতিতে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর পর নতুন করে ভারতের উপর আরও শুল্ক লাগুর হুমকি দিয়েছে আমেরিকা। এমনকী শুল্কের পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞা জারিরও সম্ভাবনা বাড়ছে। এই প্রতিস্থিতির মাঝেই এক সংবাদমাধ্যমককে দেওয়া সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মার্কিন শুল্কের পালটা ভারত-রাশিয়া-চিন অক্ষ প্রসঙ্গে। উত্তরে জেলেনস্কি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি ভারতের উপর শুল্ক আরোপের মার্কিন সিদ্ধান্ত একদম সঠিক। রাশিয়ার সঙ্গে যারাই ব্যবসা করছে তাদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন।'

ময়দান

বড় জয় বাংলার, পয়েন্ট কাটা গেল মোহনবাগান-সাদার্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেঘালয়কে হারানোর পর সিনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় ম্যাচে আবারও সেভেন স্টার পারফরম্যান্স বাংলা দলের। রেলওয়েজকে ৭-০ গোলে হারাল বাংলার মেয়েরা। হ্যাটট্রিক করলেন রিম্পা হালদার। জোড়া গোল সুলঞ্জনা রাউলের। এবং একটি করে গোল করেন মৌসুমী মুর্মু ও বাংলার অধিনায়িকা সঙ্গীতা বাসফোর।

ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা শুরু করে দোলা মুখোপাধ্যায়ের মেয়েরা। প্রথমার্ধেই ৭-০ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে যায় বাংলা। দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক সুযোগ পেলেও স্কোরবোর্ডে আর গোলের সংখ্যা বাড়াতে পারেনি সঙ্গীতারা। টানা দুই ম্যাচে দাপটে জয়। এর ফলে গ্রুপ ডি - এর পয়েন্টস টেবিলে শীর্ষস্থানে রয়েছে বাংলা। আগামী মঙ্গলবার সিকিমের বিরুদ্ধে ড্র করলেই সিনিয়র ন্যাশনাল ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছে যাবে বাংলা।

অসামান্য লড়াই-ই 'অস্ত্র', ওমানকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন খালিদের ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওমানকে হারিয়ে কাফা নেশনস কাপের তৃতীয় স্থানা অর্জন করল খালিদ জামিলের ভারতীয় দল। জয় ছাড়াও ভারতের অসামান্য লড়াই মনে রাখার মতো। এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয়ও বটে। শেষ কবে ভারতের ফুটবল দল এই লড়াই দেখিয়েছিল তা ভাবার বিষয়। সাম্প্রতিক মানালো যুগে তো দেখা যায়নি। ওমানের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময় শেষে ম্যাচের ফলাফল ছিল ১-১। অতিরিক্ত সময় পেরিয়ে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। ভারতের থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৪ ধাপ পিছিয়ে থাকা ওমানকে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়ে জিতল ভারত। ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাঝমাঠকে শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে মাঠে নেমেছিল ভারত।

ব্যালট নির্বাচনে নতুন কমিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল খোখো অ্যাসোসিয়েশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন কার্যকরী কমিটি তৈরি হয়ে গেল ওয়েস্ট বেঙ্গল খো খো অ্যাসোসিয়েশনের। বার্ষিক সভায় রীতিমতো ব্যালট পেপারেই নির্বাচিত হয়ে গেল কমিটি। খো খোর প্রেসিডেন্ট হলেন কমলেশ চ্যাটার্জী।ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হলেন অপূর্ব গাঙ্গুলী। চেয়ারম্যান হয়েছেন বলরাম হালদার। পাশাপাশি ৬জনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। সচিব নির্বাচিত হয়েছেন হুগলির কল্যাণ চ্যাটার্জী। অর্গানাইজিং সচিব নদিয়ার বিজন কুমার দাস।যুগ্ম সচিব হয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুরের প্রিয়জিত সামন্ত ও পূর্ব কলকাতার তারক মজুমদার। ট্রেজারার পদে রয়েছেন নিতাই কর। ২০২৫ থেকে ২০২৯ পর্যন্ত তারাই দায়িত্ব সামলাবেন খো খো অ্যাসোসিয়েশনের। চারজন সহকারি সচিব ও ৮ জন কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

উত্তরবঙ্গে প্রতিভার খোঁজে সাদার্ন সমিতির কর্ণধার

সৌরভ পালের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপে অন্যতম মুখ শ্যাম থাপা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের ফুটবলের উন্নয়নের লক্ষ্যে, উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপকে সফল করতে এগিয়ে এলেন ভারতীয় ফুটবলে উজ্জ্বল নক্ষত্র শ্যাম থাপা। ফুটবলে পরবর্তী প্রজন্মকে তুলে আনতে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপ যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ। যার অন্যতম উদ্যোক্তা সাদার্ন সমিতির কর্ণধার ও আইএফএ'র কর্তা সৌরভ পাল। সম্প্রতি হয়ে গেল পোস্টার লঞ্চও। জলপাইগুড়ি ফুটবল আকাদেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপ যৌথভাবে জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে করবে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর ফুটবল প্রতিযোগিতা উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ। যা শুরু হবে আগামী ৩১ অক্টোবর ও যার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে ৫ নভেম্বর। ভারত বিখ্যাত ফুটবলার ও কোচ প্রয়াত পিকে ব্যানার্জীর জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলেই কেটেছে শৈশব কাল। সেই স্কুলের মাঠে শৈশবের ফুটবল শেখা। উত্তরবঙ্গ মানেইঅলিম্পিয়ান ফুটবলার শ্রী রুনু গুহ ঠাকুরতা, সুকল্যান ঘোষ দস্তিদারের পায়ের জাদু, মনে করিয়ে দেয় মনিলাল ঘটক কেও। সেই উত্তরবঙ্গেই এবার বসছে বৃহত্তম ফুটবল আসর।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/327/25-26 Dated 08.09.2025
E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) IN BOALIA YUBA SANGHA MORE, AT WARD NO. 06 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 09.09.2025 at 11-00 hrs. b)Tender Value: Rs:1,07,295.37/- c) Documents download starting date & time: 09.09.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 16.09.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 18.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE
e-Tenders are invited by the Officer-In-Charge, WBCADC, Berhampore Project against NIT No. 02/2025-2026 (2nd Call), Dated: 04.09.2025 for Construction of Shed over Seed Dryer Machine at RTC Campus Area, under WBCADC, Berhampore Project.
The intending tenderers will have to collect the tender documents within 17.09.2025 up to 17.30 hrs. For any details please contact the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Berhampore Project

Memari-II Development Block
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide NIT No.: 03/APAS/2025-26 & Memo No.: 4206, Date: 08.09.2025 & 04/APAS/2025-26 & Memo No.: 4207, Date : 08.09.2025 & 05/APAS/2025-26 & Memo No.: 4208, Date : 08.09.2025 & 06/APAS/2025-26 & Memo No.: 4235, Date : 08.09.2025 for 60 nos. scheme under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to 17.09.2025 for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer,
Memari-II Development Block

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেজিপিডব্লু-সিএআরআর-বিটিপিওএইচ-২৫-২৬-১-আর, তারিখঃ ০৬.০৯.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ওয়ার্কস)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ক্যারেজ শপে বায়োটয়লেট ট্যাঙ্কসমূহের সঙ্গে ফিট করা কোচগুলির পিওএইচ চলাকালীন আইআর-ডিআরডিও বায়ো-টয়লেট ট্যাঙ্কসমূহের হ্যান্ডলিং ও পিওএইচ। **কাজের স্থান ঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, পোস্ট- খড়গপুর, জেলাঃ পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। **পরিমাণঃ** সময়সূচি অনুযায়ী। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৯৯,৪০,১৯৩.২৮ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৯৮,৮০০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ২৪ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.১০.২০২৫ বেলা ৩.০০ টা। **বিডিং প্রণালীঃ** সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম। **চুক্তির ধরণ ঃ** ওপেন কাজের সাধারণ টেন্ডার। **টেন্ডার ধরণঃ** ওপেন। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথির জন্য ই-পোর্টাল ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in দেখুন।
(PR-603)

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - 05/15th CFC(Tied)/ Kam. GP/2025-26, 06/15th CFC (Untied)/ Kam.GP/2025-26 & 07/15th CFC(Tied)/ Kam.GP/2025-26 With Vide Memo No. 880/Kam.GP, 881/Kam.GP & 882/Kam.GP Dated:- 04-09-2025, The Last date for online subm ission of tender is 15/09/2025 upto 11.00 A.M. For details, plea se visit website: - htpps://wbtenders.gov.in
Sd/ Prodhan
Kamnagar Gram Panchayat

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/325/25-26 Dated 08.09.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 4 nos of 9 mtr octagonal mini mast street light each having 5nos of 110W LED flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in the following locations in ward no 30 . Sonarpur Rajpur municipality. under Sonarpur uttar ac ward no 30. (i) Sabuj Sathi Club . (ii)Rabindranagar 1no. jheelpar (iii)Narkelbagan house of Dipak Ghoshal. (iv) Kalitala jubo sangha club. (Estimated Scan No. 286961). a) Date of uploadation: 09.09.2025 at 11-00 hrs.b) Tender Value: Rs: 4,29,181.48/-.c) Documents download starting date & time: 09.09.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 16.09.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 18.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/329/25-26 Dated 08.09.25	A) Road repairing at 45Bus stand to Eye hospital B) Kerb Channel at 45Bus stand to Anukul Chandra School C) Bats consolidation work at Anukul Chndra school to shib mandir D) Bituminous work at 45Busstand to Anukul Chandra School Length - 880 m, Width- 6.6m in Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 15,03,334.00

Bid Submission end date: 23.09.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/328/25-26 Dated 08.09.25	Construction of Culvert & Drainage Connection for "Mayfair Galaxy"Situated at 77, Elachi Chakraborty Road near School Road at ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,50,127.00

Bid Submission end date: 17.09.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
Name of the Work: Repair and renovation of the store room adjacent to the water supply go-down at Head office Harinavi in ward No. 18 under Rajpur-Sonarpur Municipality.
NIT No. WBMAD/ULB/RSM/WS/331/25-26 Dated 08/09/2025
Estimated Amount: **Rs. 1,76,692.00/-**, Submission started date: **09.09.2025 at 17-30 hrs.**, Submission End date: **16.09.2025 at 17-30 hrs.**, Technical Bid opening date: **18.09.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: http://wbtenders.gov.in.
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
Name of the Work: Connection work with big dia tube well to existing drinking water distribution line of 150mm dia D.I. pipe including repairing work of damage one side drain wall at Jagaddal Byam Samity in ward No. 26 under Rajpur Sonarpur Municipality.
NIT NO. WBMAD/ULB/RSM/WS/330/25-26 Dated 08/09/2025
Estimated Amount: Rs. **3,49,392.00/-** (Rupees Three Lakh Forty Nine Thousand Three Hundred Ninety Two)
Submission started date: **09.09.2025 at 17-30 hrs.**, Submission End date: **16.09.2025 at 17-30 hrs.**, Technical Bid opening date: **18.09.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: http://wbtenders.gov.in.
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি–১২৫–ডব্লুসি–ওটি–১৭–২৫, তারিখঃ ০৩.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি–১২৫–ডব্লুসি–ওটি–১৭–২৫–এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের অধীনে ইএমইউ কারশেড সেকশন বিল্ডিং এবং কারশেড স্টোর নির্মাণ সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২৬,৩৮,০৭৩.৬২ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৫২,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
HWH-282/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Notice Inviting e-Tender
NIT NO-JOY2/12 of 2025-26 Dt.-02.09.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 7 nos. of Work vide Tender Id: 2025_ZPHD_897358_1 to 2025_ZPHD_897358_7 and last date of bid submission is 15.09.2025. For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/326/25-26 Dated 08.09.2025
E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110CW) IN M.L ROY GODOWN, AT WARD NO. 06 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 09.09.2025 at 11-00 hrs. b)Tender Value: Rs:1,07,295.37/- c) Documents download starting date & time: 09.09.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 16.09.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 18.08.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
সংশোধনী নোটিশ তারিখ :- ০৪.০৯.২০২৫
অনিবার্য কারণে নিম্নোক্ত কাজের অংশ-১ প্রস্তাব (অনলাইন) খোলার শেষ তারিখ সম্প্রসারিত হয়েছে :

নং	কাজের নাম	আনুমানিক পরিমাণ(আর)	বায়না জমা (আর)	সম্পাদনের মেয়াদ	টেন্ডার নথি মূল্য (আর)
১.	২০২৫ বর্ষে ওয়ার্ড নং ১ থেকে ৫০ এইচএমসি অধীন এর জন্য (২৭.১০.২০২৫ থেকে ৩১.১২.২০২৫ -২৬ দিন/মাস, মোট ৫৭ দিন) ২৩২ স্প্রে ম্যান ওয়ার্কার সরবরাহ।	৭৬,৪০,১৮৭.০০ টাকা	১,৫২,৮০৪.০০ টাকা	৬৬ দিন	৫,৫০০.০০ টাকা

তারিখ এবং সময়ের সূচি :

ক্রম নং	বিবরণ	তারিখ এবং সময়
১	টেন্ডার দাখিলের সমাপ্তি (অনলাইন)	১১.০৯.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত
২	অংশ-১ প্রস্তাব (অনলাইন) খোলার তারিখ	১৫.০৯.২০২৫ বেলা ১১ বা পরবর্তীতে
৩	উপযুক্ত ডাকদাতাদের আপলোডিংয়ের (অনলাইন) তারিখ	পরবর্তীতে জানানো হবে
৪	আর্থিক প্রস্তাব (অনলাইন) খোলার তারিখ	টেকনিক্যাল ডাক পর্যালোচনার পর অনলাইনে জানানো হবে।

অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
১২৩(৩)/২৫-২৬
৮.৯.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 15/25-26/FCXV/T Dated 08.09.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **23.09.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting **Expression of Interest (EOI)** issued under Memo No. 2346/Admn./1038 dated September 02, 2025 & uploaded in the e-Tender Portal under Tender ID 2025_SCARD_897710_1 is hereby invited from registered Electrical Firms / Agencies / Service Providers having sufficient experience and adequate credentials in Electrical Load Survey, Designing & Estimation for Selection of **Consultant** for the undermentioned works for its G+4 Storied Old Head Office Building, situated at 25D, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 017 for: -
1. Survey of the entire Building for exploring and understanding the Scope of Work for Repair, Renovation & Up-gradation of Electrical System of the Building.
2. Preparation of Detailed Floor-wise-Drawings of the proposed Electrical System of the Building and submission of the said Drawings both in soft and hard mode.
3. Detailed Electrical Load Survey of the Building considering new Electrical System including assessment of required Capacity and Specification of Silent Diesel Generator Set to be installed and submission of Report there against both in soft and hard mode.
4. Preparation of Estimate (Scope of Work including approximate cost) for Repair, Renovation & Up-gradation of Electrical System of the Building and submission of the said Estimate both in soft and hard mode.The last date for submission/uploading of Bid through online is **September 22, 2025**.
For details, please visit www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org
Sd/-
September 03, 2025 Managing Director

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Development of Rejuvenation and Beautification of Water Bodies at BDO Office Pond at Ward No -03 within Beldanga Municipality under AMRUT 2.0 Programme	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-04/2025-26	73.37 Lakh	23.09.2025 at 3.00 Pm
2.	Operation & Maintenance (for 5 Years) for Rejuvenation and Beautification of Water Bodies at BDO Office Pond at Ward No – 03 within Beldanga Municipality under AMRUT 2.0 Programme		2.73Lakh	
3.	Development of Green Space at Beldanga Municipal Park at ward no 05 within Beldanga Municipality under AMRUT 2.0 Programme	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-05/2025-26	39.14 Lakh	23.09.2025 at 3.00 Pm
4.	Operation & Maintenance (for 5 Years) Green Space at Beldanga Municipal Park at ward no 05 within Beldanga Municipality under AMRUT 2.0 Programme		2.56 Lakh	

For details visit - www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

প্রথাগত শিক্ষার সার্টিফিকেট ও বয়স বনাম মেধা

১৩ বছরের বিস্ময় বিজ্ঞানী সুবর্ণ আইজ্যাক বারি

নিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই

দেশে ১৪ বছর বয়সের বিস্ময় ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে সংবাদমাধ্যম এবং আপামর জনসাধারণ ও যুবসমাজ নিজেদের কাজকর্ম বিস্মৃত হয়ে মেতে উঠেছেন। এরকম একটা সময়ে ভারত সফর করছেন আমেরিকা নিবাসী ১৩ বছরের বিস্ময় কিশোর-বিজ্ঞানী সুবর্ণ আইজ্যাক বারি, যে খবর সংবাদ মাধ্যমে একপ্রকার 'ব্রাত্য'-ই। এই বয়সেই গণিতে প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ এদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপকের মর্যাদা দিয়েছে। সম্প্রতি আমন্ত্রিত হয়ে আইআইটি খড়্গপুরের গণিত বিভাগের সভাগৃহে এক আলোচনা সভায় এসেছিলেন একমাত্র বক্তা হিসেবে। তাঁর জ্ঞানের পরিধি কতটা তা বোঝা যায় বক্তৃতা শেষে আইআইটি খড়্গপুরের গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের করা মন্তব্যে, ক্ষ্মসুবর্ণ বারি আসায় আমরা খুশি। তবে যে বিষয়ে সুবর্ণ কথা বলেছেন, তাতে আমার দক্ষতা কম। তাই মন্তব্য করা ঠিক হবে না।ক্ষ্ম শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ে নয়, এই কিশোর বয়সেই একজন মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুপ্রাণিত করার চিন্তাভাবনা ভাগ করেছেন তিনি।

মাত্র ছ'বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর স্বীকৃতি দেয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সের (জন্ম ৯ এপ্রিল ২০১২) সেই কিশোর বিজ্ঞানী সুবর্ণ আইজ্যাক বারি সম্প্রতি ভারত সফরে এসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি বক্তৃতা দিয়ে গেলেন দেশের মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠিত আইআইটি, খড়্গপুরেও। গত ২৫ আগস্ট আইআইটি খড়্গপুরের গণিত বিভাগের সভাগৃহে এক আলোচনা সভায় একমাত্র বক্তা হিসেবে তিনি বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। আইআইটি খড়্গপুরের ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী বলেন, 'জ্ঞান চর্চায় বয়স বা শিক্ষাগত যোগ্যতা মাপকাঠি - এই রীতিটাই আমরা ভাঙতে চাইছি। খুব কম বয়সে সুবর্ণ বারির প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত। তাই সুবর্ণকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে।'

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বছর তেরোর সুবর্ণ জন্মসূত্রে আমেরিকার নিউইয়র্কবাসী। তাঁর বাবা রসিদুল বারি পেশায় অধ্যাপক। ছোট থেকেই গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে বিশ্বজোড়া খ্যাতি তাঁর। এই বিস্ময় বালক গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান শুরু করেন মাত্র দু'বছর বয়সে, যা একপ্রকার অভাবনীয়। গণিত এবং পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য সুবর্ণকে বৃত্তি দিচ্ছে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়। মাত্র আট বছর বয়সে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার সাম্মানিক অধ্যাপক পদে যোগ দেন সুবর্ণ। আগেও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। দেশে খড়্গপুর আইআইটি সহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে একে অনেক ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। এরকম পরিস্থিতিতে সুবর্ণের বক্তৃতার বিষয়বস্তু শুধুমাত্র গণিত বা পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে সীমাবদ্ধ নেই। এই কিশোর বয়সেই একজন মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে অনুপ্রাণিত করার চিন্তাভাবনা ভাগ করছেন তিনি।

সুবর্ণ বারি শুধুমাত্র বিজ্ঞানী নন, এই কিশোর বয়সেই একজন শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদও। পূর্বে

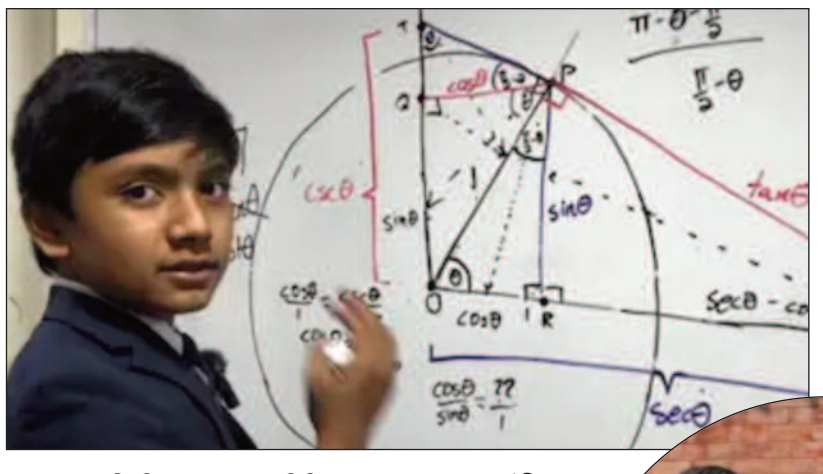

ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, ক্ষ্মভারতীয় 'বিজ্ঞান'-পাঠ্যপুস্তকে (STEM-Science– Technology–Engineering– Mathematics) আমি একটা জিনিস পর্যবেক্ষণ করেছি, তা হল সৃজনশীলতার অভাব। এখানে শিক্ষার্থীকে জোর করে অপছন্দের বিষয় চাপিয়ে মুখস্থকরণে জোর দেওয়া হয়। ভুলে গেলে সূত্রগুলি সন্ধান করা যেতে পারে, কিন্তু সৃজনশীলতা গুগল করা যায় নাক্ষ্ম। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের জনৈক এক ছাত্রী মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করতে চাইলেও পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাক্তারি পড়তে চাপ দেওয়ায় তিনি আত্মহত্যা করেন। একাডেমিক কাজকর্মের বাইরে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন উপভোগে তিনি জোর দিয়েছেন। যখন তিনি পড়াশোনা করেন না, আত্মীয়দের সাথে গল্প, খাওয়া দাওয়া বা খেলাধুলা করেন। ব্যাডমিন্টন তাঁর প্রিয় খেলা। তাঁর মতে ভারতের শিক্ষার্থীরা একাকিত্বে ভুগেন, যা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার।

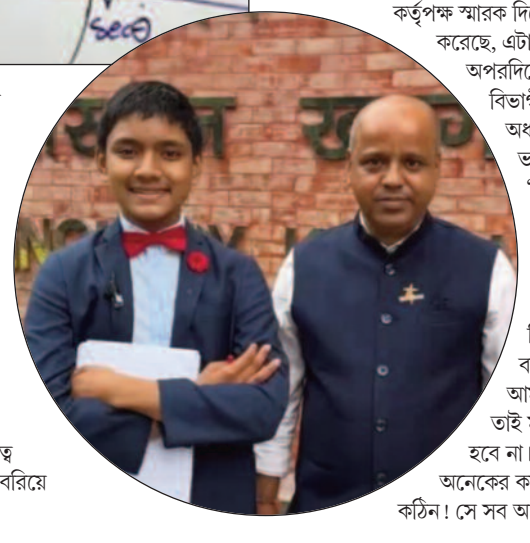

মার্কিনমুলুকে মাত্র তেরো বছর বয়সে স্নাতকস্তরে পড়ছেন সুবর্ণ। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত নিয়ে গবেষণাও চলছে। সেই গবেষণার বিষয়, সংখ্যাতত্ত্ব ও তিনশো বছর ধরে অমিমাংশিত 'রিম্যান জেটা ফাংশান'। খড়্গপুর আইআইটি-তে সেই গবেষণার বিষয় নিয়েই বক্তৃতা করে সবাইকে আপ্লুত করলেন গণিতের এই বিস্ময় কিশোর। দুঁদে শিক্ষকের মতোই ছিল তাঁর উপস্থিতি। খুদে এই প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখতে হাজির ছিলেন আইআইটির অধ্যাপক থেকে পড়ুয়ারা। তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন গণিত গবেষণায় বিস্ময় সৃষ্টিকারী এই কিশোর। তিনি বলেছেন, 'খড়্গপুর আইআইটি এর মতো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ স্মারক দিয়ে সম্মানিত করেছে, এটা বড় প্রাপ্তি'। অপরদিকে গণিতের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'সুবর্ণ বারির সঙ্গে ভালো মুহূর্ত কাটিয়েছি। ও আসায় আমরা খুশি। তবে যে বিষয়ে সুবর্ণ কথা বলেছে, তাতে আমার দক্ষতা কম। তাই মন্তব্য করা ঠিক হবে না।' তাঁর বয়সী অনেকের কাছেই তো অঙ্ক কী কঠিন! সে সব অঙ্কে কাঁচাদের সুবর্ণের পরামর্শ, 'অঙ্ক খুব সহজ। অনুশীলনই একমাত্র পথ। বেশি করে গণনায় জোর দিতে হবে'। এবার সুবর্ণ বারির গণিতে গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে সামান্য পরিচিত হওয়া যাক। সুইস গণিতবিদ লিওনহার্ড অয়লার ১৭৩৭ সালে প্রথম 'জেটা ফাংশান' (গ্রীক বর্ণমালার অক্ষর 'জেটা' অনুযায়ী নামকরণ, যেমন আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি গ্রীক অক্ষর দিয়ে বিভিন্ন ধরণের তেজষ্ক্রিয় রশ্মির নামকরণ করা হয়েছে) সম্পর্কে একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। ওই সূত্রে ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা যুক্ত একটি অসীম শ্রেনি এবং প্রতিটি মৌলিক সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত একটি অসীম গুণফলকে সংযুক্ত করা হয়। এর দীর্ঘকাল পরে ১৮৫৯ সালে জার্মান গণিতবিদ বার্নহার্ড রিম্যান এই জেটা ফাংশানটি বিশ্লেষণ করে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং সংখ্যাতত্ত্বে এর সংযোগ স্থাপন করেন। বর্তমানে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি, স্ট্রিং থিওরি, ওয়্যারলেস যোগাযোগের গবেষণা, আর্থিক বাজার বৃহৎ ডেটার শক্তি মডেল ইত্যাদি অসংখ্য কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। 'রিম্যান জেটা ফাংশান' ('হাইপোথিসিস') রিম্যানের একটি পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা প্রায় তিনশো বছর ধরে অমীমাংসিত। বছর তেরোর সুবর্ণ ভারতে এসে প্রমাণ করে গেলেন, প্রথাগত শিক্ষার সার্টিফিকেট বা বয়স নয়, 'জ্ঞানচর্চা'-ই মেধার একমাত্র মাপকাঠি। খড়্গপুর ছাড়ার আগে সুবর্ণর বাবা অধ্যাপক রশিদুল বারি বলেছেন, 'ও আমেরিকায় জন্মেছে। কিন্তু ভারত সুবর্ণকে যে সম্মান দিয়েছে, তাতে আমরা আপ্লুত'।

লেখক: প্রাক্তন শিক্ষক ও সরকারি আধিকারিক

৯৫তম বর্ষে নারায়ণ দেবনাথকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কুমোরটুলি সর্বজনীনের

শুভাশিস বিশ্বাস

উত্তর কলকাতার পুজো দেখতে এসে কুমোরটুলি সর্বজনীনের পুজো দেখবেন না, তা হয় না। কারণ, কলকাতা পুজোর একটা তালিকা তৈরি করা হলে ধারে বা বা ভারে অন্য যে কোনও পুজোকে পিছনে ফেলে কলকাতার এই পুজো। গঙ্গার খুবই কাছে বাগবাজার সর্বজনীন বা বি কে পাল এবং আহিরীটোলা সর্বজনীনের একেবারে কাছেই অনুষ্ঠিত হয় কুমোরটুলি সর্বজনীন। খুব সহজ পথ নির্দেশ হল, বাগবাজার থেকে রবীন্দ্র সরণি ধরে এগিয়ে গেলেই ডান দিকের রাস্তার নজরে আসবে উত্তর কলকাতার এই প্রখ্যাত পুজো। ২০২৫-এ এই পুজোই পা রাখছে ৯৫ তম বর্ষে। আর ৯৫ তম বর্ষে কুমোরটুলি সর্বজনীনের থিম 'নারায়ণী নমোহস্তুতে'। না দেবতা নারায়ণকে কেন্দ্র করে এ থিম নয়, আদতে এই থিমের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে বাংলার কার্টুন জগতের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব নারায়ণ দেবনাথকে। ফলে থিম থেকেই স্পষ্ট, প্রতিমার পাশাপাশি 'বাঁটুল দ্য গ্রেট, আর হাঁদা-ভোঁদা সহ নানা ধরনের কার্টুন চরিত্রই অপেক্ষা করছে এবারের দর্শনার্থীদের জন্য। পুজো মণ্ডপ থেকে শুরু করে আলো আর পুজো প্রাঙ্গন জুড়ে নানা ভাবে নজর কাড়বে বাংলার সব কার্টুন চরিত্র। থিমের ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান করছেন শিল্পী দেবজিৎ জানা। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, ১৯৩১ সালে শুরু হয়েছিল কুমোরটুলি সর্বজনীনের পথচলা। এরপর ১৯৩৮ সালে এই পুজো কমিটির সভাপতি হন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। আর এটিই প্রথম বারোয়ারি পুজো যা প্রথম একচালা প্রতিমা থেকে আলাদাভাবে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশের সার্বিক প্রতিমা নির্মাণের প্রচলন করে।*তবে সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে এখন পুজোর উদ্যোক্তারা হাঁটছেন থিমের পথে।কুমোরটুলি সর্বজনীনের কথা বলতে গেলে সামনে উঠে আসে বেশ কিছু আশ্চর্য ঘটনাও। ১৯৩৮-এর পঞ্চমীতে মণ্ডপে আগুন লেগে প্রতিমা পুড়ে যায়। শিল্পী জি পাল এক রাতেই ফের প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন। আর এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বঙ্গের প্রতিমা শিল্পীদের দক্ষতাও। *

২০২৫-এর প্রতিমার রূপদান করছেন শিল্পী দীপঙ্কর পাল।আর্ট এবং সাবেকিয়ানার মিশেলে তৈরি হচ্ছে কুমোরটুলি সর্বজনীনের ৯৫ তম বর্ষের প্রতিমা। তবে এই প্রতিমা যে নজর কাড়া হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত পুজো কর্তারা। এর পাশাপাশি এবারের প্যান্ডেলে থাকছে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য। সাধারণত প্রতি ববছর প্যান্ডেল তৈরি হয় বাঁশের কাঠামোও। তবে এবার ভিন্ন পথে হাঁটছে কুমোরটুলি সর্বজনীন। বাঁশ বা কাঠের ব্যবহার নয়, পুজো মণ্ডপ পুরোটাই তৈরি হচ্ছে লোহার কাঠামোয়। আর মাথার ওপর রাখা হচ্ছে না কোনও ধরনের আচ্ছাদন। দর্শনার্থীরা প্রতিমা দর্শন করবেন একেবারে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়েই। তবে প্রকৃতিকে বিশ্বাস নেই। তাই বৃষ্টি থেকে মাতৃপ্রতিমাকে রক্ষা করতে প্রতিমার ওপর রাখা হয়েছে এক আচ্ছাদন। প্রতিমার পাশাপাশি কুমোরটুলি সর্বজনীনের আলোকসজ্জা চিরকালই নজর কেড়েছে দর্শনার্থীদের। এবারেও তার কোনও ব্যতিক্রম হবে না। তবে এবারের আলোতে মূলত তুলে ধরা হবে বিভিন্ন কার্টুন চরিত্রকেই।প্রবেশ পথে থাকবে নজরকাড়া আলোর গেটও। আর এই আলোর দায়িত্বে থাকছে এসবি ইলেক্ট্রিকস।

কুমোরটুলি সর্বজনীন উত্তর কলকাতার অত্যন্ত বিখ্যাত পুজো হলেও এর বাজেট খুব একটা যে বেশি তা বলা যাবে না। মাত্র ২০ লাখ টাকাতেই সম্পন্ন হবে এবারের পুজোর সব খরচ। তবে এই পুজো নজর কাড়বে একেবারে দেবীপক্ষের শুরু অর্থাৎ মহালয়া থেকেই। এদিন পুজো কমিটির সঙ্গে জড়িতে ৯৫জন মরণোত্তর চক্ষুদানের শপথ নেবেন। আমাদের সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে এ এক বড় এবং সাহসী পদক্ষেপ। এরপর তৃতীয়া বা চতুর্থীতে হবে পুজোর উদ্বোধন। উত্তর কলকাতার বিখ্যাত পুজো হলেও এই পুজোর উদ্বোধন এতো দেরিতে হওয়ার কারণ পুজো প্রাঙ্গনের একেবারেই পাশে রয়েছে কুমোরটুলি। কুমোরটুলি থেকে সব পুজোমণ্ডপে প্রতিমা যায় সাধারণত তৃতীয়া চতুর্থী পর্যন্ত। আর সেই কারণেই কলকাতা পুলিশের এবং প্রশাসনের তরফ থেকে এই পুজোর উদ্বোধনে ছাড়পত্র মেলে একটু দেরিতেই। তবে উদ্বোধনেও থাকছে বিরাট এক চমক। পুজো উদ্বোধনে আসবেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যিনি আম বাঙালির কাছে 'দাদা' হিসেবেই পরিচিত।

উত্তর কলকাতার এই পুজো যেমন আট থেকে আশি সব বয়সের দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে, ঠিক তেমনই ছোটদের কাছে রয়েছে এক বড় আকর্ষণ আর তা হল এখানকার মেলা। পুজো প্রাঙ্গনের একটু দূরেই বসে নানা ধরনের স্টল। বসে নাগর দোলাও। মেলা ছাড়া কলকাতায় আর কোথাও নজরে আসে না এই নাগরদোলার। দশমীতে নিরঞ্জন হয় না উত্তর কলকাতার এই পুজোর। কারণ, প্রতি বছরই পুজো কার্নিভালে অংশ নেয় কুমোরটুলি সর্বজনীন। যার অন্যথা হবে না এ বছরেও। আর এই কার্নিভালেই অন্যান্য সব প্রতিমার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে এগিয়ে চলে কুমোরটুলি সর্বজনীনের প্রতিমাও। নিরঞ্জনের সময় গঙ্গার ঘাটে ওঠে রব, মা দুর্গা মাই কি জয়, আসছে বছর আবার হবে। হ্যাঁ, ঠিকই, এই কার্নিভাল শেষে ফের শুরু প্রতীক্ষা আসছে বছরের। আবার যে আসবেন মা।

দেবী মায়ের আগমনের প্রস্তুতিতে কুমোরটুলি

এখন রাত-দিন এক করে কাজ চলছে শহরে দুর্গাপুজোর আঁতুড়ঘর কুমোরটুলিতে। এখানেই মা ধীরে ধীরে মৃণ্ময়ী থেকে চিন্ময়ী হয়ে উঠছেন সুদক্ষ শিল্পীদের কলাকুশলতায়। কিছু প্রতিমার কাজ চলছে মণ্ডপেই। প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ল **সঞ্চারী দাসের** ক্যামেরায়।